রেজিস্টার্ড নং ডিএ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩, ২০১৩

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৯ জুন ২০১২

নং ৯৬৮৪-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব রফিকুল মাওলা এর বিজ্ঞপ্তি নং ১৩৫-জি, তারিখ ১৭-০৭-২০১১ অনুযায়ী ০১-০৬-২০১২ তারিখ হইতে ৩১-০৫-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১২ (বার) মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হইল।

নং ৯৬৯১-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব রফিকুল মাওলা-কে অবসর উত্তর ছুটির অতিরিক্ত পাওনা ২ মাস ১৬ দিন পূর্ণ গড় বেতন এবং ২ বছর ২৫ দিন অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে পূর্ণ গড় বেতনে রূপান্তরিত করিয়া (২ বছর ২৫ দিন÷২)=১ বছর ১২½ দিন+২ মাস ১৬ দিন=১ বছর ২ মাস ২৮½ দিন পূর্ণ গড় বেতনের ছুটির পরিবর্তে মাসিক মূল বেতন ১০,০৭৫.৭৯ টাকা হারে সর্বাধিক ১২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা (১০,০৭৫.৭৯×১২)= ১,২০,৯০৯.৪৮ (এক লক্ষ বিশ হাজার নয় শত নয় টাকা আটচল্লিশ পয়সা) টাকা এককালীন উত্তোলনের জন্য কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

এ, কে,এম, শামসুল ইসলাম
রেজিস্ট্রার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা

(মাঠ প্রশাসন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ জুন ২০১২

নং ০৫.৪১.৩০০০.০১৩.১৯.১০৩.১২-৩২৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২২ মে ২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৮.০৭১.১২.১৪২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকায় ন্যস্তকৃত এবং এ কার্যালয়ে ০৩ জুন ২০১২ তারিখে যোগদানকৃত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনার হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বদলি/ পদায়ন করা হলো :

ক্রমিক নং	শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণের নাম ও পরিচিতি নং	নিজ জেলা	বদলিকৃত কর্মস্থল
১	২	৩	৪
(১)	জনাব মোঃ মাসুম রেজা (১৬৭২৮)	বরগুনা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
(২)	জনাব মোহাম্মদ মাসুম (১৬৭২৯)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ
(৩)	জনাব এস.এম. মাহফুজুর রহমান (১৬৭৩৪)	পটুয়াখালী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর
(৪)	বেগম নুসরাত জাহান নিসু (১৬৭৪১)	বরিশাল	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ

১	২	৩	৪
(৫)	জনাব সামছুদ্দিন মুন্না (১৬৭৪৬)	হবিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর
(৬)	জনাব স্নেহাশীষ দাশ (১৬৭৪৮)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ
(৭)	জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন (১৬৭৫১)	ভোলা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর
(৮)	জনাব মোঃ দিদারুল আলম (১৬৭৬৫)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(৯)	জনাব মোঃ কামরুল হাসান (১৬৭৭১)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
(১০)	জনাব পঙ্কজ বড়ুয়া (১৬৭৭৪)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
(১১)	জনাব নূরুদ্দীন মুহাম্মদ শিবলী নোমান (১৬৭৮২)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ
(১২)	জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সরোয়ার (১৬৭৮৫)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
(১৩)	বেগম নাহিদা পারভীন (১৬৭৮৬)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী
(১৪)	জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম (১৬৭৮৯)	চাঁদপুর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর
(১৫)	জনাব এ, এম, জহিরুল হায়াত (১৬৭৯১)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী
(১৬)	সৈয়দ শামসুল তাবরীজ (১৬৭৯২)	ফেনী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী
(১৭)	জনাব তৌছিফ আহমেদ (১৬৭৯৪)	ঝালকাঠি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর
(১৮)	জনাব মোঃ শামসুল আলম (১৬৭৯৫)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(১৯)	জনাব মোঃ নিকারুজ্জামান (১৬৭৯৭)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
(২০)	জনাব অমিত দেব নাথ (১৬৮০৫)	ভোলা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
(২১)	জনাব মোঃ রবিউল হাসান (১৬৮১১)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী
(২২)	জনাব পূর্ণেন্দু দেব (১৬৮১৫)	হবিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
(২৩)	বেগম তাসমীয়া জায়গীরদার (১৬৮১৬)	সিলেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(২৪)	জনাব মোঃ বাকী বিল্লাহ (১৬৮২১)	নোয়াখালী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(২৫)	জনাব মোহাম্মদ বারিউল করিম খান (১৬৮২৩)	পিরোজপুর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
(২৬)	জনাব সমীর বিশ্বাস (১৬৮২৯)	হবিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
(২৭)	বেগম সাদিয়া আফরিন কচি (১৬৮৪০)	কক্সবাজার	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
(২৮)	বেগম মাসুমা আক্তার (১৬৮৪৬)	পটুয়াখালী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী
(২৯)	বেগম প্রনতি বিশ্বাস (১৬৮৪৮)	পটুয়াখালী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী
(৩০)	জনাব মোহাম্মদ মারুফ উল আলম (১৬৮৪৯)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
(৩১)	জনাব মোঃ শেখ ছাদেক (১৬৮৫০)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ
(৩২)	জনাব বিভীষণ কান্তি দাশ (১৬৮৫১)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(৩৩)	বেগম নাজমা সিদ্দিকা বেগম (১৬৮৫৩)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
(৩৪)	জনাব মোঃ শামীম আল ইমরান (১৬৮৫৪)	হবিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(৩৫)	জনাব পুলক কান্তি চক্রবর্তী (১৬৮৫৭)	সিলেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
(৩৬)	জনাব পারভেজ চৌধুরী (১৬৮৫৮)	লক্ষ্মীপুর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
(৩৭)	জনাব মোঃ আবদুল হক (১৬৮৬৬)	হবিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর
(৩৮)	বেগম রুমি চক্রবর্ত্তী (১৬৮৬৭)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(৩৯)	জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (১৬৮৭১)	কক্সবাজার	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(৪০))	জনাব মোঃ রফিকুল আলম (১৬৮৭৩)	সুনামগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা

১	২	৩	৪
(৪১)	জনাব জীতেন্দ্র কুমার নাথ (১৬৮৭৪),	ফেনী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর
(৪২)	জনাব আল-ইমরান রুহুল ইসলাম (১৬৮৭৭)	হবিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(৪৩)	জনাব আবদুল্লাহ আল জাকী (১৬৮৮১)	রাঙ্গামাটি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী
(৪৪)	বেগম সাজিয়া তাহের (১৬৮৮২)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ
(৪৫)	বেগম জয়ন্তী রূপা রায় (১৬৮৮৪)	ঝালকাঠি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর
(৪৬)	জনাব মোঃ বদরুদ্দোজা শুভ (১৬৮৮৫)	পটুয়াখালী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
(৪৭)	বেগম শতরূপা তালুকদার (১৬৮৮৬)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী
(৪৮)	জনাব মোঃ আনিচুর রহমান (১৬৮৯৩)	পটুয়াখালী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ
(৪৯)	বেগম ফেরদৌসী বেগম (১৬৮৯৫)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
(৫০)	জনাব এস. এম. শাহীন (১৬৮৯৭)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর
(৫১)	জনাব ইমরুল হাসান (১৬৮৯৮)	কক্সবাজার	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর
(৫২)	বেগম স্নিগ্ধা তালুকদার (১৬৯০২)	সুনামগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(৫৩)	বেগম প্রিয়াংকা দত্ত (১৬৯১২)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(৫৪)	বেগম সারাওয়াত মেহজাবিন (১৬৯১৩)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ
(৫৫)	বেগম নাহিদ সুলতানা (১৬৯১৬)	নোয়াখালী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ
(৫৬)	বেগম নাসরীন সুলতানা (১৬৯২০)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর
(৫৭)	জনাব দেবাংশু কুমার সিংহ (১৬৯২৭)	মৌলভীবাজার	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর
(৫৮)	জনাব কে.এম. ইয়াসির আরাফাত (১৬৯৩২)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর
(৫৯)	জনাব পারভেজুর রহমান (১৬৯৩৬)	সিলেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
(৬০)	বেগম বৈশাখী বড়ুয়া (১৬৯৪৫)	বান্দরবান	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
(৬১)	কাজী মহুয়া মমতাজ (১৬৯৪৬)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(৬২)	বেগম মোমেনা আক্তার (১৬৯৫৩)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(৬৩)	জনাব সত্যজিত রায় দাশ (১৬৯৫৪)	খাগড়াছড়ি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(৬৪)	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ ভূঁঞা (১৬৯৫৭)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(৬৫)	মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তার (১৬৯৫৮)	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(৬৬)	জনাব মেহেদী হাসান (১৬৯৬০)	লক্ষ্মীপুর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী
(৬৭)	জনাব বদরুল আলম (১৬৯৬২)	লক্ষ্মীপুর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ
(৬৮)	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (১৬৯৬৬)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী
(৬৯)	জনাব মোহাম্মদ নূর-এ-আলম (১৬৯৭৪)	কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(৭০)	জনাব বিজন কুমার সিংহ (১৭০১১)	মৌলভীবাজার	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ

২। উল্লিখিত শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনারগণকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২২ মে ২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৮.০৭১.১২-১৪২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

৩। বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য এ কার্যালয় হতে ০৬ জুন ২০১২ তারিখ অপরাহ্নে অবমুক্ত করা হলো। এ কার্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে তারা কোন বেতন ও ভাতা গ্রহণ করেননি।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা

(ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগ)

শাখা-৩

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং ৬/২০১১-২০১২

ফরম-ঘ

(৫ নং বিধি দেখুন)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন তফসিল ভুক্ত সম্পত্তি উত্তরা থানাধীন, উত্তরখান মৌজায় ১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, (১৯৯২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারাবলে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে;

অতএব, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১(২) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল :

তফসিল

জেলা ঢাকা, থানা উত্তরা, মৌজা উত্তর খান, জে, এল, নং ১৪।

আরএস খতিয়ান নং	আর এস দাগ নং	দাগে মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৭২৭	৫০৯৬ অংশ	০.৫৮০০	০.২২
২৫২	৫০৯৭ ,,	০.১০০০	০.০৯
২৫২	৫১০০ ,,	০.২৩০০	০.১৯৫০
১১৫৪ ১৭৭৫	৫১০১ ,,	০.৩৫০০	০.০২
১১২৬	৫১২১ ,,	০.৭৯	০.০৮
১১৪৯	৫১২৪ ,,	০.৩৮	০.০০৭৫

মোট = ০.৬১২৫ একর (কম/বেশী)

এস এম মাহাবুবুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল, এ)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর

এল এ কেস নং-৫/২০১১-২০১২

ফরম-চ

(৬ বিধি দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

[১২(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ৫/২০১১-২০১২ নং মামলার কার্যধারা ২০১১ সনের ৩০-১১-২০১১ তারিখে শুরু করা হইয়াছিল, অথচ ইহার জন্য এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই;

সেহেতু, এক্ষণে, উপরোক্ত অধ্যাদেশের ১২ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতা বলে আমি সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম :

তফসিল

মৌজা নোয়াপাড়া, জে এল নং ৯৯, উপজেলা কালীগঞ্জ, জেলা গাজীপুর।

আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)
৯৬ অং	০.৩৩

মোঃ হাবিবুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব ও এলএ)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল

অধিগ্রহণ মামলা নং-০৩/২০১১-২০১২

ফরম-ঙ

(৬ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১২(১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা জমা করা হয়নি এবং এর জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নন;

সেহেতু এক্ষণে, ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১২(১) উপ-ধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করছি যে, ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হলো :

তফসিল

মৌজা সন্তোষ, জে, এল, নং ২৪৫, উপজেলা ও জেলা-টাঙ্গাইল।

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৪	৯৩১ (পূর্ণ)	১.১১
৪	৯৩২ (পূর্ণ)	১.২৭
৪	৯৪৫ (অংশ)	৪.৭২

মোট=৭.১০ একর (কম/বেশী)

এম বজলুল করিম চৌধুরী
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
(ভূমি হুকুম দখল শাখা)
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
মামলা নং-০৪/২০১১-২০১২
ফরম-ঘ
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়ীত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল ঃ

তফসিল

মৌজা সাখুয়া, জে,এল, নং ২০১, (বিআরএস), উপজেলা নেত্রকোণা সদর, জেলা নেত্রকোণা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত ও দখল হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ (একরে)
৩০, ৮৬	২১০	০.২৮
৫৫	২১১	০.৫২
১১	২১২	০.০৫
৫৪, ৯৩	২১৮	০.০৬
৭০	২২০	০.১১
৬৯	২২১	০.৪১
৫৩, ৭৭	২২২	০.২০
৮৮	২৫৪	০.১১
৯৯	২৫৫	০.১০
৫৯,৯০	২৫৬	০.১৬
	মোট=	২.০০ (দুই) একর

মোঃ ইউসুফ আলী
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
এল, এ কেস নং-০২/২০১১-২০১২
ফরম ঘ
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়ীত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা রাজবাড়ী, উপজেলা বালিয়াকান্দি, মৌজা জাবরকোল, জে, এল নং ১০।

খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগে মোট জমি(একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৩৫৬	৪৫৩	০.৮৩	০.৩২
১৩৪	৪৯৫	০.৯৯	০.০১
		সর্বমোট=	০.৩৩ একর।
			(তেত্রিশ শতাংশ)।

সৈয়দা সাহানা বারী
জেল প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা
(এল.এ. শাখা)
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ কেস নং-০২/২০১১-২০১২
ফরম-ঘ
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লেখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে তদনুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১(২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল :

তফসিল

মৌজা হরিণধনা, জে, এল নং ৫৮, উপজেলা বুড়িচং, জেলা কুমিল্লা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩	৪
১৩১	৩৩৬ (অংশ)	০.২৬০০	০.০৭০০
১২৭	৩৩৭ (অংশ)	০.৬১০০	০.৫৮০০
৩৬/১	৩৩৮ (পূর্ণ)	০.১৫০০	০.১৫০০
১৮১	৩৩৯ (অংশ)	০.৩৫০০	০.৩২০০

১	২	৩	৪
১৫৮	৩৪০ (অংশ)	০.২০০০	০.১০০০
২৮	৩৪১ (অংশ)	০.৫৫০০	০.০৭০০
১৮১	৩৫১ (অংশ)	০.৩২০০	০.০১০০
১৮১	৩৫২ (অংশ)	০.০৯০০	০.০১০০
২০০	৩৫৬ (অংশ)	০.১৯০০	০.০৩০০
১১৮	৪৫১ (অংশ)	০.১৮০০	০.০৭০০
১২১	৪৫২ (অংশ)	০.৫৩০০	০.২৩০০
১৭০	৪৫৪ (অংশ)	০.২৮০০	০.০৩০০
৩০	৪৫৫ (অংশ)	০.২৩০০	০.১০০০
৩৬	৪৫৬ (পূর্ণ)	০.৪১০০	০.৪১০০
১৭৪	৪৫৭ (অংশ)	০.৩১০০	০.১৭০০
১২৭	৪৫৮ (অংশ)	০.৩৬০০	০.০১০০
৭৯	৪৮৯ (অংশ)	০.৩৪০০	০.১২০০
৭৯	৪৮৯ (অংশ)	০.৩৪০০	০.১২০০
৩৬	৪৯১ (অংশ)	০.১৪০০	০.১৩০০
৩৪	৪৯২ (পূর্ণ)	০.২৮০০	০.২৮০০
৩৬	৪৯৩ (অংশ)	০.২৯০০	০.২৪০০
১৭০	৪৯৪ (অংশ)	০.২৮০০	০.০৩০০
৫৮	৪৯৫ (অংশ)	০.১৪০০	০.০৮০০
২২	৪৯৬ (পূর্ণ)	০.১৪০০	০.১৪০০
৩০	৪৯৭ (পূর্ণ)	০.১৪০০	০.১৪০০
১১৩	৪৯৮ (পূর্ণ)	০.৪০০০	০.৪০০০
২১২	৪৯৯ (পূর্ণ)	০.১২০০	০.১২০০
১৯৫	৫০০ (পূর্ণ)	০.১২০০	০.১২০০
১৭৭	৫০১ (পূর্ণ)	০.২৪০০	০.২৪০০
০৩	৫০২ (অংশ)	০.১০০০	০.০৭০০
০৩	৫০৩ (অংশ)	০.৩৫০০	০.০৫০০
১/১, ২৩২	৫০৪ (অংশ)	০.২২০০	০.০৬০০
১৬৯	৫০৫ (অংশ)	০.২১০০	০.১৩০০

মোট জমির পরিমাণ = ৪.৮৯০০ একর

মোট জমির পরিমাণ ৪.৮৯০০ (চার একর উননব্বই শতক) একর।

মোঃ তাজুল ইসলাম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
(ভূমি হুকুম দখল শাখা)
১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ এল,এ, মামলা নং ০৩/২০১০-২০১১
ফরম-ঙ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)
[১২(১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ভুজপুর থানা প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নহেন;

সেহেতু, এক্ষণে, ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১২(১) উপধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ০৪-০৬-২০১২ তারিখ হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা পশ্চিম ভূজপুর, জে, এল, নং ২৫, থানা/উপজেলা ফটিকছড়ি, জেলা চট্টগ্রাম।

বি, এস খতিয়ান	বি, এস দাগ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৫৫১	৭৭৩৯ আং	০.০১৯১২
৫০	৭৭৪০ ,,	০.০২৯৫৮
৫০, ৭৮১	৭৭৪১ ,,	০.০১৪৬০
৭৮১	৭৭৪২ ,,	০.০১৬৭০
১২০২	৭৭৪৪ পূর্ণ	০.০৬০০০
১২০২, ১১২৬	৭৭৪৫ ,,	০.০৯০০০
		মোট=০.২৩০০০ একর

সর্বমোট অধিগ্রহণ বাতিলকৃত জমির পরিমাণ=০.২৩০০০ একর (কম/বেশী)।

এম এ এইচ হুমায়ুন কবীর
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
(ভূমি হুকুম দখল শাখা)
এল, এ মামলা নং ০৪/২০১০-২০১১

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন ১৪৫ নং জেএল স্থিত রাজীবাড়ী মৌজার ২.৬১ একর ও ১৪৬ নং জে এল স্থিত ভাল্কী মৌজার ৯.৮১ একর উভয় মৌজায় মোট ১২.৪২ একর ভূমি এল,এ মামলা নং ২৮/১৯৬৮-৬৯ এর মাধ্যমে গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট এর অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের শাখা-১১ এর স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-১১/হস্তান্তর/সিলেট-৩১/০৮-২৫১, তারিখঃ ০৫-১০-২০১০ ও স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-১১/হস্তান্তর/সিলেট-৩১/০৮-৩১৯, তারিখঃ ২৮-০৯-২০১১ পত্রদ্বয়ের নির্দেশমতে নিম্ন তফসিলভুক্ত রাজীবাড়ী মৌজার ১.৪৫ একর ও ১৪৬ নং জেএল স্থিত ভাল্কী মৌজার ৯.৪৬ একর উভয় মৌজায় মোট ১০.৯১ একর ভূমি আর,আর,এফ, সিলেট এর অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে;

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৫(ছ) নং অনুচ্ছেদ মতে বর্ণিত ভূমি পূনঃগ্রহণ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৫ নং অনুচ্ছেদ মতে বর্ণিত অন্যান্য উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মতে নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি আর,আর,এফ, সিলেট এর অনূকূলে হস্তান্তর করা হইলঃ

তফসিল

জেলা সিলেট, উপজেলা দক্ষিণ সুরমা, মৌজা রাজীবাড়ী, জে,এল, নং ১৪৫।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৪৯০৯ অংশ	০.০৮
৪৯১০ ,,	০.০২
৪৯১২ ,,	০.২২
৪৯১৩ ,,	০.২৫৫০
৪৯১৪ ,,	০.৮৭৫০
	মোট=১.৪৫ একর।

জেলা সিলেট, উপজেলা দক্ষিণ সুরমা, মৌজা ভাল্কী, জে,এল, নং ১৪৬।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২
১৯৮ পূর্ণ	০.৯৩
১৯৯ ,,	০.২২
২০০ ,,	০.২৫
২০১ ,,	০.৬২
২০২ ,,	০.০৯
২০৩ ,,	০.০৮
২০৪ ,,	০.৫০
২০৫ ,,	০.৩৩
২০৬ ,,	০.১৯
২০৭ অংশ	১.৮৬
২০৮ ,,	০.০৯
২১০ ,,	০.০৯
২১১ ,,	০.০১
২১২ ,,	০.০৬
২১৩ পূর্ণ	০.০৪
২১৫ ,,	০.১১
২১৬ ,,	০.৩৮
২১৭ ,,	০.০৩
২১৮ ,,	০.১৭
২১৯ ,,	১.২২
২২০ পূর্ণ	০.৬৫
২২৪ ,,	০.১৪
২২৫ ,,	০.২৮
২২৬ ,,	০.১০
২৩০ ,,	০.২৭
২২১ অংশ	০.৫২
২২৭ ,,	০.২৩
	মোট=৯.৪৬ একর।

উভয় মৌজায় সর্বমোট=(১.৪৫+৯.৪৬)=১০.৯১ একর।

মোঃ শাহাবুদ্দিন খান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার

(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

সংশোধনী

তারিখ, ২৫ জুন ২০১২

নং ৩৫৪.০১০.০০০.০০.০০.০০৮.৮১৮২.২৬৪—গত ২৮ আগস্ট ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে মৌলভীবাজার জেলার এল.এ. মামলা নং ৮/৮১-৮২ এর অধিগ্রহণকৃত মোট ২.৫৭ একর ভূমির স্থলে ২.৪৮ একর ভূমির গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

এক্ষণে, উক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে মৌলভীবাজার জেলার এল.এ. মামলা নং ৮/৮১-৮২ এর অধিগ্রহণকৃত মোট ২.৪৮ একর ভূমির স্থলে ২.৫৭ একর ভূমি পড়িতে হইবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী

(ভূমি হুকুম দখল শাখা)

অধিগ্রহণ কেস নং-০৩/২০১০-২০১১

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল ঃ

তফসিল

মৌজা জামালপুর, জে, এল, নং-১৩৬, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।

আর, এস, খতিয়ান নং	আর, এস, দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ
১৮	১০৪ আংশিক	০.১৬৫০
	মোট জমির পরিমাণ=	০.১৬৫০ একর।

ভূমি অধিগ্রহণের নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী'র ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যাইতে পারে।

দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

অধিগ্রহণ কেস নং-০৯/২০১০-২০১১

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল ঃ

তফসিল

মৌজা ছাতারী, জে, এল, নং-১১১, উপজেলা বাঘা, জেলা রাজশাহী।

আর, এস, খতিয়ান নং	আর, এস, দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ
৪১৩	৪৪৮ আংশিক	০.৫০০০
	মোট জমির পরিমাণ=	০.৫০০০ একর।

ভূমি অধিগ্রহণের নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী'র ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যাইতে পারে।

দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ
(উপ-সচিব)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম

(এল, এ শাখা)

২০১০ সালের বাধ্যতামূলক সম্পত্তি অধিগ্রহণ

মামলা নং-০৪/২০১০-২০১১

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০(২) ধারা অনুসারে সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ঐ সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো ঃ

তফসিল

মৌজা কুমেদপুর, জে, এল, নং-৫৯, উপজেলা নাগেশ্বরী, জেলা কুড়িগ্রাম।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)	আংশিক/পূর্ণ
১	২	৩	৪
৮২৯	৪০২৫	০.০৭০০	আংশিক
৮৩৯	৪০২৮	০.০৩৫০	আংশিক
৮৩৫	৪০২৯	০.০৪৫০	আংশিক
৮৫৩	৪০৩১	০.০৫৫০	আংশিক
৮৬১	৪০৩৭	০.০৫৫০	আংশিক
৮৫৩	৪০৪৪	০.০৫০০	আংশিক
৮৪২	৪০৪৫	০.০৬০০	আংশিক
৮৫৩	৪০৫৪	০.০৬০০	আংশিক
৮৩৫	৪০৫৫	০.০৬০০	আংশিক
৮৩৯	৪০৭০	০.০৩০০	আংশিক
৮৫৫	৪০৭১	০.০৪০০	আংশিক
৮৩৫	৪০৭২	০.০৪০০	আংশিক
৮৬৫	৪০৭৩	০.১৮০০	আংশিক
৮৪৭	৪০৭৬	০.০৫৫০	আংশিক
৮৬৫	৪০৭৭	০.০২৫০	আংশিক
০১	৪০৭৮	০.৬১০০	পূর্ণ
০১	৪০৮০	০.৩৫০০	পূর্ণ
১৫৩৫	৪০৮১	০.১৯০০	আংশিক
১৫৩৫	৪০৮২	০.১৫০০	আংশিক
১৫৩৫	৪০৮৩	০.০৭৫০	আংশিক
৮৬৬	৪০৮৪	০.০৪৫০	আংশিক
৮৩৫	৪০৮৬	০.০২৫০	আংশিক
৮৬৫	৪০৮৭	০.০১৫০	আংশিক
৮৬১	৪০৮৯	০.০৪০০	আংশিক
৮৫৩	৪০৯০	০.০২০০	আংশিক
৮৬৫	৪০৯৩	০.০৭০০	আংশিক

১	২	৩	৪
৮৬৬	৪০৯৪	০.০২০০	আংশিক
৮৬৭	৪০৯৯	০.০২০০	আংশিক
৮৫৩	৪১০০	০.০২০০	পূর্ণ
৮৩৭	৪১০১	০.০৩০০	আংশিক
৮৩৫	৪১০২	০.০৪৫০	আংশিক
৮৬১	৪১০৩	০.০৩৫০	আংশিক
৯৬৩	৪১০৪	০.০১০০	আংশিক
৮৩৫	৪৩৯৮	০.০১০০	আংশিক
৮৪৭	৪৩৯৯	০.০৪০০	আংশিক
৮২৯	৪৪০০	০.২০০০	আংশিক
৮২৯	৪৪০৯	০.০৬০০	আংশিক
০১	৪৪১০	০.৭৯০০	পূর্ণ
৮২৯	৪৪১১	০.০৪০০	আংশিক
৮২৯	৪৪১২	০.০৮০০	আংশিক
৮২৯	৪৪২৭	০.০৬০০	আংশিক
৮২৯	৪৪২৮	০.০৯০০	আংশিক
৮৫৪	৪৪২৯	০.০৫৫০	আংশিক
৮৩৯	৪৪৩৫	০.০৩০০	আংশিক
০১	৪৪৩৬	০.০৩৫০	আংশিক
৮৩৫	৪৪৮৮	০.১৪০০	আংশিক
৮৪৭	৪৪৮৯	০.১১০০	আংশিক
৮৫৩	৪৪৯১	০.০১০০	আংশিক
৮৩৫	৪৫০৩	০.০৮০০	আংশিক
৮৩৫	৪৫০৪	০.০৭০০	আংশিক
৮৫৩	৪৫০৫	০.১২০০	আংশিক
৮৫৫	৪৫০৬	০.১১০০	আংশিক
৮৪১	৪৫০৮	০.২২০০	আংশিক
৮৫৫	৪৫০৯	০.০৭০০	আংশিক
৮৫৫	৪৫১০	০.০৮০০	আংশিক
৮৫৩	৪৫১১	০.১০০০	আংশিক
৮৪৭	৪৫১২	০.০৮০০	আংশিক
৮৩৫	৪৫১৬	০.০২০০	আংশিক
৮৩৫	৪৫১৭	০.০৫৫০	আংশিক
৮৪৭	৪৫১৮	০.০২০০	আংশিক
৮৫৩	৪৫১৯	০.০২০০	আংশিক
১১৮১	৪৫৪৯	০.৪৬৫০	আংশিক
১১৮৯	৪৯৯৩	০.২৮০০	আংশিক
১১৮৯	৪৯৯৪	০.১২০০	আংশিক
১১৯৬	৪৯৯৫	০.৪৬৫০	আংশিক
০১	৫১২৩	০.৭৭০০	আংশিক
১২৪৫	৫১২৪	০.১১০০	আংশিক
৪৪৯	৫২৯৬	০.৪২০০	আংশিক
৪৫৭	৫২৯৭	০.৩৯০০	আংশিক
৪৫৩	৫২৯৮	০.০২০০	পূর্ণ
৪৩২	৫২৯৯	০.১৪০০	আংশিক
৪৩১	৫৩০০	০.১৯০০	আংশিক
৪৫৪	৫৩০১	০.০২০০	আংশিক
৪৬০	৫৩৫১	০.০১০০	আংশিক
৪৬১	৫৩৫২	০.০৭০০	আংশিক
৪৬২	৫৩৫৩	০.০৩০০	আংশিক
৪২৪	৫৩৫৪	০.০৩০০	আংশিক
৪২৫	৫৩৫৫	০.০৪০০	আংশিক
৪৩৯	৫৩৫৬	০.০৮০০	আংশিক
৪৬৩	৫৩৫৭	০.০৩০০	আংশিক
৪৫৭	৫৩৫৮	০.০৩০০	আংশিক
৪৫৮	৫৩৬২	০.০৪০০	আংশিক
৪৬৪	৫৩৬৩	০.০৭০০	আংশিক
৪৫৪	৫৩৬৪	০.০১০০	আংশিক
০১	৫৩৬৫	০.৩১০০	পূর্ণ
৪৫৮	৫৩৬৬	০.০৩০০	পূর্ণ
৪৬৪	৫৩৬৭	০.১২০০	আংশিক
৪২১	৫৩৬৮	০.১১০০	আংশিক
৪৩৯	৫৩৭৪	০.০৯০০	আংশিক
৪২৫	৫৩৭৫	০.০৪০০	আংশিক
৪২৪	৫৩৭৬	০.০৩০০	আংশিক
৪৬২	৫৩৮৭	০.০৩০০	আংশিক
৪৬১	৫৩৮৮	০.০৯০০	আংশিক
০১	৫৩৮৯	০.২৭০০	আংশিক
০১	৫৪১৪	০.০২০০	আংশিক
৪২১	৫৪২২	০.০৫০০	আংশিক
৪৩২	৫৪২৩	০.১৭০০	আংশিক
৪০৩	৫৪২৫	০.০৯৫০	আংশিক
০১	৫৪২৬	০.৩৭০০	পূর্ণ
৪২৩	৫৪২৭	০.০৭০০	আংশিক
৪২১	৫৪২৮	০.২১০০	আংশিক
৫৪৯	৫৪৬৫	০.৩৯০০	আংশিক
০১	৫৪৬৬	০.২৭০০	পূর্ণ
০১	৫৪৬৭	০.১১০০	পূর্ণ
১২৪৩	৫৪৬৮	০.০৩০০	পূর্ণ
১২৪৪	৫৪৬৯	০.০১০০	আংশিক
১২৪২	৫৪৭০	০.১১০০	আংশিক
৪২৩	৫৪৮৪	০.০৭০০	আংশিক

সর্বমোট=১২.৩৫০০ একর

দাগসূচী ও ভূমি নক্সা অত্র কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ হাবিবুর রহমান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর

(ব্যবসা-বাণিজ্য শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৮ জুলাই ২০১২

নং ব্যবসা-বাণিজ্য/এক-০২/২০১২/২৬৮(২৫)—১৯৮১ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণাদেশ (দি এসেনশিয়াল কমোডাইটিজ কন্ট্রোল অর্ডার, ১৯৮১) এর ২২ ধারার ৯ উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক উক্ত নিয়ন্ত্রণাদেশের আওতাভুক্ত (জুয়েলারী, গোল্ডস্মিথ, সিমেন্ট, লৌহজাত দ্রব্য, কাপড়, সূতা, শিশুখাদ্য, সিগারেট ও সালফার) লাইসেন্সের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের নবায়নের দরখাস্ত গ্রহণের সময়সীমা ৩০ আগস্ট ২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করা না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা

(এল, এ শাখা)

অধিগ্রহণ কেস নং ০২/৮২-৮৩ (সাঃ)

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত তফসিল সম্পত্তি ১৭ রাইফেল ব্যাটালিয়ন, বিডিআর, সাতক্ষীরা এর অধীন ঘোনা বিওপি স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে বলে গণ্য করা হয়েছে;

অতএব, এখন ১১ ধারা ২নং উপ-ধারার ক্ষমতাবলে আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল ঃ

তফসিল

জেলা সাতক্ষীরা, উপজেলা সাতক্ষীরা সদর, মৌজা ঘোনা, জে, এল, নং-১৯।

খতিয়ান নং (এস, এ)	দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি	শ্রেণী
১	২	৩	৪	৫
৫৪৭, ৫৫৮	৩৮০৭	০.৪০ একর	০.০৫ একর	বিলান
,,	৩৮০৮	০.৪৭ ,,	০.০৪ ,,	,,
,,	৩৮০৯	০.৫০ ,,	০.০৪ ,,	,,
৫৪৭, ৫৫৪	৩৮১০	০.৪৮ ,,	০.০৪ ,,	,,
,,	৩৮১১	০.৯০ ,,	০.০৭ ,,	,,
৫৪৭, ৫৪৮	৩৮১২	০.৮৮ ,,	০.০২ ,,	,,
		সর্বমোট=০.২৬ (শূন্য দশমিক দুই ছয়) একর।		

ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৫ জুলাই ২০১২

নং উপনিঅ/কে/২০১২-৪৮৮(সং)—৯নং শুভাঢ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের স্মারক নং শু/ইউপি-০৩, তারিখ ২৫-০৭-২০১২খ্রিঃ শুভাঢ্যা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ২নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ কোরবান আলী ২৪-০৭-২০১২খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ ধারার ২ উপ-ধারার (১) অনুযায়ী আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৫-০৭-২০১২খ্রিঃ এই মর্মে উক্ত পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

বাবুল মিয়া
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত হবে]

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

হোমনা, কুমিল্লা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২২ মে ২০১২

নং ০৫.৫৪১.০০১.০০.০০.০০১.২০১২-২৮৬—কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার ভাষানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান গত ১৬-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। উক্ত চেয়ারম্যানের মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা অনুযায়ী আমি মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হোমনা, কুমিল্লা ভাষানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পদটি এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোহাম্মদ হেলাল হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

কমলনগর, লক্ষ্মীপুর।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জুলাই ২০১২

নং ০৫.৪২.৫১৩৩.০০.০১৭.০০.০০৭.২০১২-৩৮৭—লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলাধীন পাটারির হাট ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং সাধারণ আসনের সদস্য জনাব মোঃ জামাল হোসেন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩২ ধারা মোতাবেক পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগপত্র পাটারির হাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক ১৫-৫-২০১২ তারিখে গৃহীত হয়েছে। এক্ষণে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা মোতাবেক আমি এস. এম. নাজিম উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর উক্ত পাটারির হাট ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের সদস্য পদ ১৫-৫-২০১২ (পদত্যাগপত্র গ্রহণের তারিখ) তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করিলাম।

এস. এম. নাজিম উদ্দিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৪ জুন ২০১২

নং ০৫.৪৭.৭৩৪৫.০০১.০৩.০১৪-১২/৪৫০—এতদ্বারা সর্ব-সাধারণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাহাগিলি ইউনিয়ন পরিষদের ০২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য, শ্রী নিধার চন্দ্র দাস, গত ০৭ জুন ২০১২খ্রিঃ রোজ বৃহস্পতিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। (সৃষ্টিকর্তা তাঁর আত্মার শান্তি প্রদান করুক।)

সে মোতাবেক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) ২০০৯ এর ৩৫(২) উপ-ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোহাম্মদ গোলাম আজম, নীলফামারী জেলাধীন কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাহাগিলি ইউনিয়ন পরিষদের ০২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য পদটি ০৭ জুন ২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোহাম্মদ গোলাম আজম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৯ জুলাই ২০১২

নং ০৫.৪৭.৭৭৩৪.০০০.০৫.০০১.২০১২-৩২৭—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারার ক্ষমতাবলে আমি মুহাম্মদ মাহবুবুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি যে, অত্র উপজেলার ৯নং দেবীডুবা ইউনিয়ন পরিষদের ০৯ নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের সদস্য শ্রী অনিল কুমার দাস গত ১০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ রবিবার মৃত্যুবরণ করেছেন। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারামতে তার মৃত্যুর তারিখ হতে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ০৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মুহাম্মদ মাহবুবুল হক
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৮ জুন ২০১২

নং ০৫.৮৭২.০০০.০০.০০.০০০.২০১২-৬৭২—এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ উপজেলার ৮নং সমুদয়কাঠী ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্য বাবু বিপ্লব বিজয় সুতার বিগত ২৩-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। (আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করছি)।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারার ক্ষমতাবলে আমি মোঃ আব্দুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নেছারাবাদ, পিরোজপুর উপরে বর্ণিত ৮নং সমুদয়কাঠী ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যের পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ আব্দুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৫ নভেম্বর ২০১২

নং প্রত্নঃ/কর্মঃ হস্তাঃ গ্রঃ/১ক/১০/২১৯১—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৩.০০.০০০০. ১১৪.০১২.৩১.১২-৬৬৩ এর মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গত ০১-১১-২০১২ তারিখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান করায় তাঁর যোগদানপত্র গ্রহণ করতঃ তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত পদে ও স্থানে পদায়ন করা হলো। যোগদানের তারিখ হতে এ পদায়ন আদেশ কার্যকর বলে গণ্য হবে।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের নাম ও স্থান
(১)	জনাব এ. কে. এম সাখাওয়াত হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

নং প্রত্নঃ/কর্মঃ হস্তাঃ গ্রঃ/১ক/১০/২১৯২—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৩.০০.০০০০. ১১৪.০১২.৩১.১২-৬৬৩ এর মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গত ০১-১১-২০১২ তারিখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান করায় তাঁর যোগদানপত্র গ্রহণ করতঃ তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত পদে ও স্থানে পদায়ন করা হলো। যোগদানের তারিখ হতে এ পদায়ন আদেশ কার্যকর বলে গণ্য হবে।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পদায়নকৃত পদের নাম ও স্থান
(১)	জনাব মোঃ গোলাম ছারোয়ার সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী	সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

শিরিন আখতার
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।

যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ জানুয়ারি ২০১৩

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৩/৬০২—এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাইতেছে যে, কোম্পানী আইনের ৩৪৬(৫) ধারার বিধান মোতাবেক যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়ের নিবন্ধন বহি হইতে æVision IT Ltd" নামের কোম্পানীর নাম কাটিয়া (STRUCK OFF) দেওয়া হইল এবং সাথে সাথে কোম্পানীটি বিলুপ্তি হইল।

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানী আইনের ৩৪৬(৪) ধারা মতে যদি কোন পরিচালক বা সদস্যদের কোন দায়-দেনা থাকে তাহা অব্যাহত থাকিবে।

মোঃ আবুল খায়ের খান
উপ-নিবন্ধক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী
(স্থানীয় সরকার শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯/৩ ডিসেম্বর, ২০১২

নং ৪৬.৩৪২.০০৭.০৬.০০.০০২.২০১১-৭১৫—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ১১ ধারা মোতাবেক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাউফল উপজেলার বর্তমান কালাইয়া ও নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী ইউনিয়নকে বিভক্ত করে নিম্নরূপে চন্দ্রদ্বীপ নামে নতুন ইউনিয়ন গঠন করা হলো।

নবগঠিত চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়ন (বর্তমান নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ড ও কালাইয়া ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের আংশিক সমন্বয়) ঃ

ক্রমিক নং	জে এল নং	মৌজার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা	ইউনিয়নের নাম	অধীনস্থ গ্রাম	চৌহদ্দি
(০১)	৭১	চর রায়সাহেব	৫৫ বর্গ কিলোমিটার	১১,১৫৫ জন	চন্দ্রদ্বীপ	(১) চর রায়সাহেব (২) চার মিয়াজান (৩) চর কচুয়া (৪) চর নিমদী (৫) চর ধান্দী (৬) চর আলগী (৭) চর পাচ খাজুরিয়া (৮) কিসমতপাচ খাজুরিয়া (৯) চর ব্যারেট (১০) দিয়ারা-কচুয়া (আংশিক) (১১) চর ওয়াডেল	উত্তরে-কেশবপুর ইউনিয়ন দক্ষিণে-কালাইয়া ইউনিয়ন পূর্বে-বোরহান উদ্দিন থানা পশ্চিমে-নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী ও কালাইয়া ইউনিয়ন
(০২)	৭২	চার মিয়াজান					
(০৩)	৭৪	চর কচুয়া					
(০৪)	৬৯	চর নিমদী					
(০৫)	১৪৬	চর ধান্দী					
(০৬)	৭০	চর আলগী					
(০৭)	৬৮	চর পাচ খাজুরিয়া					
(০৮)	১৩৮	কিসমতপাচ খাজুরিয়া					
(০৯)	১৪১	চর ব্যারেট					
(১০)	১৪০	দিয়ারা-কচুয়া (আংশিক)					
(১১)	৭৩	চর ওয়াডেল					

৯টি সাধারণ ওয়ার্ড ঃ

ওয়ার্ড নম্বর	অন্তর্ভুক্ত গ্রাম/চৌহদ্দি		জনসংখ্যা
১	২		৩
১	চর রায়সাহেব ঃ	উত্তরে-চর রায়সাহেবের শেষ ভূখণ্ড দক্ষিণে-চরঈশান ও চর রায়সাহেবের দক্ষিণের শেষ অংশ, পূর্বে-তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম পাড়, পশ্চিমে-চর রায়সাহেবের পশ্চিমের শেষ ভূখণ্ড অর্থাৎ চর ঈশানের সীমানা।	১০৫৪
২	উত্তর চর মিয়াজান ঃ	উত্তরে-চর রায়সাহেবের দক্ষিণের শেষ অংশ (কামরুল মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত), দক্ষিণে-চর মিয়াজান সরকারি পুকুরের দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত, পূর্বে-চর ব্যারেটের পশ্চিমের শেষ অংশ (মোশারেফ সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত), পশ্চিমে-চর মিয়াজান ও চররায়সাহেবের মধ্যবর্তী খালের পাকা ব্রিজ।	১৩৫২
৩	চর কচুয়া ও চর নিমদী ঃ	উত্তরে-চর মিয়াজান ও চররায়সাহেবের মধ্যবর্তী খালের পাকা ব্রিজ। দক্ষিণে-চর কচুয়া আজহার হাং এর ব্রিজ পর্যন্ত, পূর্বে-চর কচুয়া মিয়াজান রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের পশ্চিম প্রান্ত, পশ্চিমে- তেতুলিয়া নদীর পূর্ব পাড় (চরঈশানের দক্ষিণ ও কচুয়ার পশ্চিমের শেষ অংশ)।	১৩৪৯
৪	চর ব্যারেট ঃ	উত্তরে-চর ব্যারেট ও চররায়সাহেবের মধ্যবর্তী খাল পর্যন্ত, দক্ষিণে- তেতুলিয়া নদীর উত্তর পাড় পর্যন্ত, পূর্বে-তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত, পশ্চিমে-চর মিয়াজান মৌজার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত।	১৪৪০

১	২		৩
৫	দক্ষিণ চর মিয়াজান ঃ	উত্তরে-চর মিয়াজান সরকারি পুকুরের দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত, দক্ষিণে-চরওয়াডেল ও চরমিয়াজানের মধ্যবর্তী খালের উত্তর পাড় পর্যন্ত, পূর্বে-চরমিয়াজান ও চরব্যাটের মধ্যবর্তী সুলতান খাঁ এর বাড়ি পর্যন্ত, পশ্চিমে-দিয়ারা কচুয়া ও চরমিয়াজানের মধ্যবর্তী খালের পূর্ব পাড় পর্যন্ত।	১৩৭৩
৬	উত্তর চর দিয়ারা কচুয়া ঃ	উত্তরে-চর কচুয়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত, দক্ষিণে-কাটাখালী খালের উত্তর পাড় পর্যন্ত (যাত্রা ছাউনী), পূর্বে-চরওয়াডেল ও দিয়ারা কচুয়ার মধ্যবর্তী খালের পশ্চিম পাড় পর্যন্ত, পশ্চিমে-আজাহার হাং এর বাড়ী (এল,জি,ইডি, ভেড়ি)।	১৩৩৭
৭	দক্ষিণ চর দিয়ারা কচুয়া ঃ	উত্তরে-কাটাখালী খালের দক্ষিণ পাড়, দক্ষিণে-তেতুলিয়া নদীর উত্তর পাড়, পূর্বে-চরওয়াডেল বাজার (দিয়ারা কচুয়া ও চরওয়াডেল এর মধ্যবর্তী সীমানা পর্যন্ত, পশ্চিমে-তেতুলিয়া নদীর উত্তর পাড়।	১৩৫৮
৮	উত্তর চর ওয়াডেল ঃ	উত্তরে-চরওয়াডেল ও চরমিয়াজান এর মধ্যবর্তী খালের দক্ষিণ পাড়, দক্ষিণে- চরওয়াডেল ইউনুছ মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত, পূর্বে-তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত, পশ্চিমে-আ.স.ম ফিরোজ মাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত।	১৩৯৯
৯	দক্ষিণ চর ওয়াডেল ঃ	উত্তরে-চরওয়াডেল ইউনুছ মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত, দক্ষিণে-তেতুলিয়া নদীর উত্তর পাড় পর্যন্ত, পূর্বে-তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত, পশ্চিমে- চরওয়াডেল সোবাহান চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত।	১২৫৩

মোট=১১,৯১৫ জন

সংরক্ষিত ওয়ার্ডসমূহ ঃ

১, ২ ও ৩ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০১ নং সংরক্ষিত আসন।

৪, ৫ ও ৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০২ নং সংরক্ষিত আসন।

৭, ৮ ও ৯ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০৩ নং সংরক্ষিত আসন।

নং ৪৬.৩৪২.০০৭.০৬.০০.০০২.২০১১-৭১৬—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ১১ ধারা মোতাবেক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নকে নিম্নরূপ পুনর্গঠিত করা হলো।

পুনর্গঠিত কালাইয়া ইউনিয়ন (বর্তমান কালাইয়া ইউনিয়ন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ ও ০৯নং ওয়ার্ডের আংশিক সমন্বয়) ঃ

ক্রমিক নং	জে এল নং	মৌজার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা	ইউনিয়নের নাম	অধীনস্থ গ্রাম	চৌহদ্দি
(০১)	১২৪	কালাইয়া	৫৮.৪ বর্গ কিলোমিটার	৩১,৩০৮ জন	নাজিরপুর তেঁতেরকাঠী	(১) কালাইয়া (২) শৌলা (৩) কর্পূরকাঠী (৪) বাজেসন্দীপ (৫) দিয়ারা কচুয়া (৬) চর শৌলা (৭) চর ব্লান্ডি (৮) চর মোয়াজ্জেম	উত্তরে-নাজিরপুর ইউনিয়ন দক্ষিণে-দশমিনা উপজেলা পূবে-তেতুলিয়া নদী পশ্চিমে-দাসপাড়া ও বহরামপুরা ইউনিয়ন
(০২)	১২৫	শৌলা					
(০৩)	১২৭	কর্পূরকাঠী					
(০৪)	১২৬	বাজেসন্দীপ					
(০৫)	১৪০	দিয়ারা কচুয়া					
(০৬)	১৪৯	চর শৌলা					
(০৭)	১৪২	চর ব্লান্ডি					
(০৮)	১৩৯	চর মোয়াজ্জেম					

৯টি সাধারণ ওয়ার্ড ঃ

ওয়ার্ড নম্বর	অন্তর্ভুক্ত গ্রাম/চৌহদ্দি	জনসংখ্যা
১	২	৩
১	কালাইয়া-১ ঃ (কালাইয়া উত্তর-পশ্চিম অংশ) কালাইয়া ধান হাটের খাল হতে দক্ষিণ দিকে ল্যাংরা মুন্সির ব্রিজ হয়ে পূর্ব দিকে সড়ক ও মহাসড়ক রাস্তা হয়ে পূর্ব দিকে বটতলা গিয়ে উত্তর দিকে রোডের পশ্চিম পাশ বরাবর কালাইয়া লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত।	৩৫৪৮
২	কালাইয়া-২ ঃ (কালাইয়া পশ্চিম মধ্য অংশ) ল্যাংরা মুন্সির ব্রিজ থেকে পূর্ব দিকে সড়ক ও মহাসড়ক হয়ে দক্ষিণ পাশের অংশ নিয়ে মোতাহার মাস্টার বাড়ীর উত্তর পাশে রাস্তায় বটতলা হয়ে দক্ষিণ দিকে জাহাঙ্গীর রোড বরাবর আমিনউদ্দিন মুন্সির বাড়ীর দক্ষিণ পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে কালাইয়া-দশমিনা মহাসড়কে কাঞ্চন ফকিরের বাড়ীর দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত। উক্ত আমিনউদ্দিন মুন্সি বাড়ীর দরজা হতে দক্ষিণ দিকে জাহাঙ্গীর সড়ক বরাবর গাজী বাজারের উত্তর পাশে রাস্তা থেকে পূর্ব দিকে রাস্তা বরাবর গিয়ে কালাইয়া-শৌলা ব্রিজ হয়ে উত্তর দিকে খাল বরাবর গিয়ে পশ্চিম দিকে রাস্তা বরাবর মরহুম চেয়ারম্যান ছত্তার মাস্টারেরর বাড়ীর দরজার রাস্তা হয়ে উত্তর দিকে রাস্তার উপর দোকানের নিকট হতে পশ্চিম দিকে রাস্তা বরাবর গিয়ে ছোমেদের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে জাহাঙ্গীর রোড হয়ে উত্তর দিকে বজলু মিয়ার বাড়ীর দরজা হয়ে পশ্চিম দিকে মহাসড়ক পর্যন্ত মিলিত হয়ে উত্তরে উক্ত ল্যাংরা মুন্সির ব্রিজ ও দক্ষিণে কাঞ্চন ফকিরের বাড়ির দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত।	৩৭৬৭
৩	কালাইয়া-৩ ঃ (কালাইয়া উত্তর মধ্য অংশ) কালাইয়া মোতাহার মাস্টারের বাড়ীর উত্তর পাশে বট গাছ হয়ে দক্ষিণ দিকে জাহাঙ্গীর রোডের পূর্ব পাশ হয়ে দক্ষিণ দিকে ছোমেদের বাড়ীর নিকট হতে পূর্ব দিকে রাস্তা বরাবর উত্তর পাশের অংশ নিয়ে নুরু খার বাড়ীর দরজায় রাস্তায় দোকান পর্যন্ত গিয়ে উত্তরে নবরত্ন মার্কেট (তিন দোকান) হয়ে পূর্ব দিকে রাস্তা বরাবর উত্তর পাশের অংশ নিয়ে কাদের মেম্বার বাড়ীর পূর্ব পাশ দিয়ে উত্তর দিকে কমলা রানী দিঘীর পূর্ব পাশ হয়ে উত্তর পারের নামা দিয়ে মরহুম দানেশ মিয়ার বাড়ীর সামনে দিয়ে উত্তরে ব্রিজ হয়ে পশ্চিমে লঞ্চ ঘাটের রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে দক্ষিণে মোতাহার মাস্টারের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বট গাছ পর্যন্ত।	৩৬৯২
৪	কালাইয়া-৪ ঃ (কালাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ) কালাইয়া-দশমিনা মহাসড়কের কাঞ্চন ফকিরের বাড়ীর দক্ষিণ পাশ হতে দক্ষিণে রাস্তা বরাবর গিয়ে পশ্চিম দিকে বহরপুর-কালাইয়া খাল হয়ে পূর্বে আয়নাবাজ কালাইয়া আমতলা পুকুরের পূর্ব পাশের খালের সীমানা বরাবর উত্তর দিকে আয়নাবাজ-কালাইয়া বাহালি বাড়ির দক্ষিণ পাশের ব্রিজ হয়ে পূর্ব দিকে রাস্তা বরাবর গাজী বাজারের উত্তর পাশে জাহাঙ্গীর রোড হয়ে উত্তর দিকে মরহুম ছোমেদ আলী মৃধা বাড়ীর দরজা হয়ে উত্তরে আমিন উদ্দিন মুন্সি বাড়ীর নিকট খালের সীমানা ও পশ্চিম দিকে রাস্তা বরাবর গিয়ে রাস্তার দক্ষিণ পাশের অংশসহ কাঞ্চন ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত।	৩৪৭৪
৫	কালাইয়া-৫ ঃ (কর্পূরকাঠী উত্তর অংশ) গাজীর বাজারের উত্তর পাশে জাহাঙ্গীর রোড সংলগ্ন পশ্চিম দিকে বাহালী বাড়ীর উত্তর পাশে ব্রিজ হয়ে শ্রীমতি খাল হয়ে দক্ষিণ দিকে আয়নাবাজ-কালাইয়া আমতলার পুকুরের দক্ষিণে নওয়াবকাচারীর খাল হয়ে পূর্ব দিকে বগুরার সীমানা বরাবর পূর্ব দিকে জাহাঙ্গীর রাস্তা হয়ে পূর্বে নলিত সিকদার, মনোরঞ্জন সিকদার, নয়া বাড়ী ও এস কে ডি সি মাঃ বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্ব রাস্তা বরাবর পূর্বে শৌলা ব্রিজ হয়ে উত্তরে শৌলা-কর্পূরকাঠী মধ্যবর্তী খাল হয়ে উত্তরে শৌলা-কালাইয়া ব্রিজ হয়ে পশ্চিম দিকে রাস্তা বরাবর গিয়ে রাস্তার দক্ষিণ অংশসহ গাজীর বাজারের উত্তর পাশে জাহাঙ্গীর রোড পর্যন্ত।	৩৩২৮
৬	কালাইয়া-৬ ঃ (কর্পূরকাঠী দক্ষিণ অংশ) শৌলা-কর্পূরকাঠী ব্রিজের পশ্চিম দিকে কর্পূরকাঠী-এসকেডিসি মাঃ বিদ্যালয় হয়ে শ্রী মনোরঞ্জন সিকদার ও ললিত সিকদার এর বাড়ীর উত্তর পাশ হয়ে পশ্চিম দিকে খাল বরাবর গিয়ে ত্রাণ ও দুর্যোগ অধিদপ্তরের ব্রিজ হয়ে দক্ষিণে ছত্তার খা, মিয়া বাড়ী, ফজু হাজী বাড়ী, জয়নাল মৃধার বাড়ী, খান বাড়ী হয়ে বগুরা কর্পূরকাঠী খাল হয়ে দক্ষিণে আঃ জব্বার নাইব, ছবদার গাজী, মাদবর বাড়ীর পশ্চিম পাশ হয়ে চৌধুরী বাড়ী পশ্চিম পাশে রাখিয়া দক্ষিণে কর্পূরকাঠী (তের ঘর) আকুব্বর পেদা বাড়ীর পশ্চিম পাশ দিয়ে দক্ষিণে বাশবাড়ীয়া খাল হয়ে পূর্বে বগী বাজারের পূর্ব দিক দিয়ে উত্তরে উক্ত শৌলা-কর্পূরকাঠী ব্রিজ পর্যন্ত।	৩২৭৮

১	২	৩
৭	কালাইয়া-৭ ঃ দিয়ারা-কচুয়া (উত্তর-পশ্চিম অংশ), কালাইয়া (পূর্ব অংশ) কমলা রানী দিঘীর খালে গোড়া হয়ে পূর্ব দিকে কালাইয়া নদী বরাবর গিয়ে দিয়ারা কচুয়া মৌজার তেতুলীয়া নদীর পশ্চিম পাড়ের অংশ নিয়ে দক্ষিণে শৌলা ক্যাবল হাউজ খাল হয়ে দিয়ারা কচুয়া মৌজার সীমানা দিয়ে পশ্চিমে শৌলা-কালাইয়া খাল হয়ে ক্যাবল হাইজের ব্রিজ দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মরহুম ছত্তার মাস্টারের বাড়ীর দরজা বরাবর গিয়ে উত্তর দিকে নবরত্ন মার্কেট (তিন দোকান) হয়ে পূর্ব দিকে রাস্তার দক্ষিণ অংশসহ উত্তর দিকে রাড়ী বাড়ীর পূর্ব পাশের রাস্তা হয়ে উত্তর দিকে কমলা রানী দিঘীর পূর্ব পাড়ের নামা হয়ে উত্তর পূর্ব কোনা হয়ে পশ্চিমে কমলা দিঘীর খাল পর্যন্ত গিয়ে উত্তর দিকে কমলা রানী দিঘীর খালের গোড়া পর্যন্ত।	৩৫৭৭
৮	কালাইয়া-৮ ঃ শৌলা (উত্তর অংশ), চর শৌলা (উত্তর অংশ), দিয়ারা কচুয়া (দক্ষিণ অংশ) শৌলা-পূর্ব কালাইয়া খালের গোড়া হতে দক্ষিণ পাশ হয়ে পশ্চিমে ধর্মরাজ শীলের বাড়ীর পশ্চিম পাশ হয়ে মৃত আক্রাম আলী মৃধার বাড়ীর পশ্চিম পাশ হয়ে দক্ষিণে গিয়ে পূর্ব দিকে কালু হাওলাদারের বাড়ীর উত্তর পাশ হয়ে অবদার ভেরী দিয়ে পূর্ব দিকে তেতুলিয়া নদী পর্যন্ত।	৩৩৪৮
৯	কালাইয়া-৯ ঃ শৌলা (দক্ষিণ অংশ), চর ব্লান্ডি, চর শৌলা (দক্ষিণ অংশ), বাজেসন্দীপ, চরমোয়াজ্জেম বগী বাজারে পূর্ব পাশের শৌলা ও কর্পূরকাঠী খাল হয়ে উত্তর দিকে গিয়ে পূর্ব দিকে কালু হাওলাদার এর বাড়ীর উত্তর পাশ হয়ে পূর্ব দিকে ওয়াপদা ভেরী হয়ে তেতুলিয়া নদী দিয়ে চর শৌলা, চর ব্লান্ডি ও চর মোয়াজ্জেম এর পূর্ব পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে বগী ও বাশবাড়ীয়া খাল হয়ে বগী বাজার পর্যন্ত।	৩২৯৭

মোট=৩১,৩০৮ জন

সংরক্ষিত ওয়ার্ডসমূহ ঃ

১, ২ ও ৩ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০১ নং সংরক্ষিত আসন।
৪, ৫ ও ৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০২ নং সংরক্ষিত আসন।
৭, ৮ ও ৯ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০৩ নং সংরক্ষিত আসন।

নং ৪৬.৩৪২.০০৭.০৬.০০.০০২.২০১১-৭১৭—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ১১ ধারা মোতাবেক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাউফল উপজেলার নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী ইউনিয়নকে নিম্নরূপ পুনর্গঠিত করা হলো।

পুনর্গঠিত নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী ইউনিয়ন (বর্তমান নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী ইউনিয়ন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড সমন্বয়) ঃ

ক্রমিক নং	জে এল নং	মৌজার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা	ইউনিয়নের নাম	অধিনস্থ গ্রাম	চৌহদ্দি
(০১)	৮৩	রামনগর তাতেঁরকাঠী	৩৬.৯ বর্গ কিলোমিটার	২৩,১৩২ জন	নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী	(১) রামনগর তাতেঁরকাঠী (২) ছয়হিস্যা তাতেঁরকাঠী (৩) রায় তাতেঁরকাঠী (৪) বাকলা তাতেঁরকাঠী (৫) নিজ তাতেঁরকাঠী (৬) নিমদী (৭) নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী (৮) ছোট ডালিমা (৯) ধান্দী (১০) বড় ডালিমা (১১) সুলতানাবাদ-তাতেঁরকাঠী (১২) কচুয়া	উত্তরে-তালতলীর খাল দক্ষিণে-কালাইয়া ও দাসপাড়া ইউনিয়ন পূর্বে-তেতুলিয়া নদী পশ্চিমে-মদনপুরা ও সূর্যমনি ইউনিয়ন।
(০২)	৮২	ছয়হিস্যা তাতেঁরকাঠী					
(০৩)	৮১	রায় তাতেঁরকাঠী					
(০৪)	৮০	বাকলা তাতেঁরকাঠী					
(০৫)	৭৯	নিজ তাতেঁরকাঠী					
(০৬)	৭৮	নিমদী					
(০৭)	৮৬	নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী					
(০৮)	৮৫	ছোট ডালিমা					
(০৯)	৭৭	ধান্দী					
(১০)	৭৬	বড় ডালিমা					
(১১)	৮৪	সুলতানাবাদ-তাতেঁরকাঠী					
(১২)	৭৫	কচুয়া					

৯টি সাধারণ ওয়ার্ড ঃ

ওয়ার্ড নম্বর	অন্তর্ভুক্ত গ্রাম/চৌহদ্দি		জনসংখ্যা
১	নাজিরপুর-১ ঃ	(রামনগর তাতেঁরকাঠী ও ছয়হিস্যা তাতেঁরকাঠী) উত্তরে-তালতলীর খাল, দক্ষিণে-সুলতানাবাদ মৌজার সীমানা, পূর্বে-নিমদী ও নিজ তাতেঁরকাঠী মৌজার সীমানা, পশ্চিমে-নুরাইনপুর-বাউফল খাল।	২৮৬৪
২	নাজিরপুর-২ ঃ	(রায় তাতেঁরকাঠী ও বাকলা তাতেঁরকাঠী) উত্তরে-তালতলীর খাল, দক্ষিণে-রামনগর, ছয়হিস্যা ও নিজ তাতেঁরকাঠী মৌজার সীমানা, পূর্বে-নিজ তাতেঁরকাঠী মৌজার সীমানা ও তেতুলীয়া নদী, পশ্চিমে-রামনগর মৌজার সীমানা।	২৪৫৩
৩	নাজিরপুর-৩ ঃ	(নিজ তাতেঁরকাঠী ও নিমদী) উত্তরে-বাকলা তাতেঁরকাঠী মৌজার সীমানা, দক্ষিণে-ধান্দী মৌজার সীমানা, পূর্বে-তেতুলীয়া নদী, পশ্চিমে-ছয়হিস্যা মৌজার সীমানা।	২২৮৪
৪	নাজিরপুর-৪ ঃ	নাজিরপুর তাতেঁরকাঠী (পশ্চিম অংশ) উত্তরে-সুলতানাবাদ মৌজার সীমানা, দক্ষিণে-বাউফল পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের সীমানা, পূর্বে-৪নং ওয়ার্ডের নাজিরপুর (অংশের) মৌজার সীমানা, পশ্চিমে-নুরাইনপুর-বাউফল খাল।	২৬৫৬
৫	নাজিরপুর-৫ ঃ	ছোট ডালিমা, নাজিরপুর, তাতেঁরকাঠী (পূর্ব অংশ), ধান্দী (দক্ষিণ অংশ) উত্তরে-৬নং ওয়ার্ডের ধান্দী মৌজার সীমানা, দক্ষিণে-কালাইয়া-বাউফল খাল, পূর্বে-বড় ডালিমা মৌজার সীমানা ও তেতুলিয়া নদী, পশ্চিমে-৪নং ওয়ার্ডের নাজিরপুর মৌজার সীমানা।	২৯৯৩
৬	নাজিরপুর-৬ ঃ	সুলতানাবাদ তাতেঁরকাঠী, ধান্দী (উত্তর অংশ) উত্তরে-রামনগর ছয় হিস্যা মৌজার সীমানা, দক্ষিণে- নাজিরপুর, ছোট ডালিমা ও ধান্দী মৌজার সীমানা, পূর্বে-নিমদী ও ধান্দী মৌজার সীমানা, পশ্চিমে-নুরাইনপুর-বাউফল খাল,	৩১২৩
৭	নাজিরপুর-৭ ঃ	বড় ডালিমা (উত্তর অংশ) উত্তরে-ধান্দী মৌজার সীমানা, দক্ষিণে-৮নং ওয়ার্ডের বড় ডালিমা মৌজার সীমানা, পূর্বে-তেতুলিয়া নদী, পশ্চিমে-ছোট ডালিমা মৌজার সীমানা।	২২৭৪
৮	নাজিরপুর-৮ ঃ	বড় ডালিমা (দক্ষিণ অংশ) উত্তরে-৭নং ওয়ার্ডে বড় ডালিমা মৌজার সীমানা, দক্ষিণে-কালাইয়া-বাউফল খাল, পূর্বে-৯নং ওয়ার্ডের কচুয়া মৌজার সীমানা ও তেতুলীয়া নদী, পশ্চিমে-৫নং ওয়ার্ডের ছোট ডালিমা মৌজার সীমানা।	২৯৫৯
৯	নাজিরপুর-৯ ঃ	বড় ডালিমা (পূর্ব অংশ), কচুয়া উত্তরে-৮নং ওয়ার্ডের বড় ডালিমা মৌজার সীমানা, দক্ষিণে-কালাইয়া-বাউফল খাল, পূর্বে-তেতুলিয়া নদী, পশ্চিমে-৮নং ওয়ার্ডের বড় ডালিমা মৌজার সীমানা।	১৫২৬

মোট=২৩,১৩২ জন

সংরক্ষিত ওয়ার্ডসমূহ ঃ

১, ২ ও ৩ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০১ নং সংরক্ষিত আসন।

৪, ৫ ও ৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০২ নং সংরক্ষিত আসন।

৭, ৮ ও ৯ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ০৩ নং সংরক্ষিত আসন।

মোঃ শাহআলম সরদার
জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২

নং উনিঅ/শ্রী/গাজী/২০১২-৮১৪—এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন ৮নং রাজাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন, পিতা-মৃত আফাজ উদ্দিন, গ্রাম ও ডাকঘর-রাজেন্দ্রপুর, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর এর বিরুদ্ধে ১০ (দশ) জন ইউপি সদস্যের অনাস্থা প্রস্তাব ২৭-১২-২০১২ তারিখের স্থাসবি/ইপ/সাবঅ-১১/২০০৭/৮০৫নং স্মারক মূলে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ইপ শাখায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসক, গাজীপুর মহোদয়ের কার্যালয়ের ৩১-১২-২০১২ তারিখের ৪৬.১২.৩৩০০.০০৮.১৭.০২৬.১১-৬৬৯(সং) নং স্মারক মোতাবেক।

২। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ ধারার ২ উপ-ধারা মোতাবেক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি আজীজ হায়দার ভূইয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন ০৮নং রাজাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

আজীজ হায়দার ভূইয়া
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, রাজবাড়ী

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ ডিসেম্বর ২০১২

নং ১৭.১১.৮২০০.০০০.৪১.০০২.১২-৪৮৩—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫(১) অনুযায়ী আমি মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, জেলা নির্বাচন অফিসার, রাজবাড়ী এতদ্বারা রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী সদর উপজেলার মিজানপুর ইউনিয়ন পরিষদের ০৯ নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন পরিচালনার জন্য জনাব মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী-কে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করলাম।

মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
জেলা নির্বাচন অফিসার।

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১২

নং ১৭.১০.৫১০০.০০০.৪১.০০১.১২-৪১৩—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০২.১২-৬৩ নং স্মারকের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত তফসিলের ৪ নং কলামে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে উপ-নির্বাচন পরিচালনার নিমিত্ত ৫ নং কলামে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হ'ল ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন ও পদের নাম	রিটার্নিং অফিসারের পদবী
(১)	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	হাজিরপাড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য	উপজেলা নির্বাচন অফিসার লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর

মোঃ সোহেল সামাদ
জেলা নির্বাচন অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পুঠিয়া, রাজশাহী।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩০ ডিসেম্বর ২০১২

নং ০৫.৪৩.৮১৮২.০০০.১০.০০৭.১২-৬৯০—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১২ ধারা এবং ১৩(৮) ধারা অনুযায়ী আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোঃ লুৎফর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুঠিয়া, রাজশাহী এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ১ নং পুঠিয়া ইউনিয়ন পরিষদের পূনর্গঠিত সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সীমানা নিম্নোক্তভাবে পূনর্গঠন করলাম।

তফসিল

পূনর্গঠিত পুঠিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ আসনের বিবরণ :

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত মৌজার নাম ও জে.এল. নং পূর্ণ/আংশিক উল্লেখ করতে হবে মৌজার ক্ষেত্রে দাগ নং সমূহ	সংশ্লিষ্ট মৌজার বিপরীতে সাধারণ ওয়ার্ড ভুক্ত নাম/পাড়া/ মহল্লার নাম (পূর্ণ/আংশিক উল্লেখ করতে হবে)	সাধারণ ওয়ার্ডের সীমানা চৌহদ্দী উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমের শেষ প্রান্তস্থিত রোড গলি, মহল্লা পাড়া ইত্যাদির বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫
(১)	১	(১) মৌজা-গন্ডগোহালী, জে.এল. নং-৩৭ আংশিক দাগ নং-১ হইতে ২১৩, ২৪৩ হইতে ৪৭০, ৪৭২ হইতে ১১৪৭ এবং ১১৪৯ হইতে ১১৬০ নং দাগ পর্যন্ত। (২) মৌজা-ধনঞ্জয়পাড়া জে.এল. নং-৩৮, দাগ নং-০১ হইতে ৭৩৫ পর্যন্ত	(১) গন্ডগোহালী মৌজার উত্তরাংশ (২) ধনঞ্জয়পাড়া মৌজা পূর্ণ।	উত্তরে-ভালুকগাছি ইউনিয়ন দক্ষিণে-পুঠিয়া পৌরসভা পূর্বে-জিউপাড়া ইউনিয়ন পশ্চিমে-পালপাড়া মৌজা।
(২)	২	মৌজা-পালপাড়া জে.এল. নং-৪৩ মৌজার উত্তরাংশ। দাগ নং-০১ হইতে ১৫৪৮ পর্যন্ত।	পালপাড়া মৌজার উত্তরাংশ	উত্তরে-ভালুকগাছি ইউনিয়ন দক্ষিণে-পুঠিয়া পৌরসভা পূর্বে-ধনঞ্জয়পাড় মৌজা ও ভালকগাছি ইউনিয়ন পশ্চিমে-ভালুকগাছি ইউনিয়ন।
(৩)	৩	(১) মৌজা-দৈপাড়া, জে.এল. নং-৪৫ দাগ নং-০১ হইতে ১৪৪২ পর্যন্ত পূর্ণ মৌজা (২) মৌজা-তারাপুর, জে.এল. নং-২৮ আংশিক উত্তরাংশ দাগ নং-০১ হইতে ৭২৬ পর্যন্ত।	(১) দৈপাড়া মৌজার পূর্ব দৈপাড়া ও পশ্চিম দৈপাড়া। (২) তারাপুর উত্তরপাড়া ও রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরে।	উত্তরে-বানেশ্বর ইউনিয়ন দক্ষিণে-তারাপুর মৌজার দক্ষিণাংশ ও রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক পূর্বে-পুঠিয়া পৌরসভা পশ্চিমে-বানেশ্বর ইউনিয়ন।
(৪)	৪	মৌজা-তারাপুর জে.এল.নং-২৮ দক্ষিণাংশ, দাগ নং-৭২৭ হইতে ১০৬৪ এবং ২০০১ হইতে ৩২১৯ নং দাগ পর্যন্ত।	তারাপুর দক্ষিণাংশ তারাপুর দক্ষিণপাড়া রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের দক্ষিণে।	উত্তরে-তারাপুর মৌজার উত্তরাংশ ও রাজশাহী ঢাকা মহাসড়ক। দক্ষিণে-কান্দ্রা মৌজা। পূর্বে-পুঠিয়া পৌরসভা পশ্চিমে-বানেশ্বর ইউনিয়ন।
(৫)	৫	মৌজা-কান্দ্রা জে.এল.নং-২৭ আংশিক দাগ নং-০১ হইতে ৯৩৩, ৯৫০ হইতে ১০৩৪, ৫০০১ হইতে ৫৪৩০, $\frac{৫৪২৩}{৭১৯১}$, ৫৪৩৬ হইতে ৫৪৪১, ৫৪৪৭ ৫৫১১ হইতে ৫৫১৩, ৫৫২০ হইতে ৫৫২৫, ৫৫৭০, ৫৫৭১, ৫৫৭৬ হইতে ৫৬৩২, ৫৬৯৪, ৫৬৯৫, ৫৬৯৯ হইতে ৬০৬৪, ৬১১২ হইতে ৬১১৮, ৬১৩৩ হইতে ৬১৭১, ৬১৮৯ এবং ৬১৯০ পর্যন্ত।	(১) কান্দ্রা কারিগর পাড়া। (২) কায়েমের পাড়া। (৩) মজিবরের পাড়া। (৪) মহসিনের পাড়া। (৫) কামরুনের পাড়া।	উত্তরে-তারাপুর মৌজা দক্ষিণে-বানেশ্বর ইউনিয়ন ও চারঘাট থানা পূর্বে-কান্দ্রা মৌজার ৬নং ওয়ার্ড পশ্চিমে-বানেশ্বর ইউনিয়ন
(৬)	৬	মৌজা-কান্দ্রা, জে. এল নং ২৭ আংশিক দাগ নং ৫৪৩১ হইতে৫৪৩৫, ৫৪৪২ হইতে ৫৪৪৬, ৫৪৪৮ হইতে ৫৫১০, ৫৫১৪ হইতে ৫৫১৯, ৫৫২৬ হইতে ৫৫৬৯, ৫৫৭২ হইতে ৫৫৭৫, ৫৬৩৩ হইতে ৫৬৯৩, ৫৬৯৬ হইতে ৫৬৯৮, ৬০৬৫ হইতে ৬১১১, ৬১১৯ হইতে ৬১৩২, ৬১৭২ হইতে ৬১৮৮, ৬১৯১ হইতে ৬৯৫৬, ৬৯৫৬, ৭০০৮ হইতে ৭০৩৭, ৭০৪৩ হইতে ৭০৬৫, ৭০৯৭ হইতে ৭১৬৯ এবং ৭৬১৪ হইতে ৭৬২২ নং দাগ পর্যন্ত।	(১) কান্দ্রা মন্ডল পাড়া (২) হোসেন মাস্টারের পাড়া (৩) ফকির পাড়া (৪) কান্দ্রা দক্ষিণ পাড়া (৫) কান্দ্রা মধ্য পাড়া (৬) কান্দ্রা পূর্বপাড়া (৭) ঝুলন পাড়ার দক্ষিণাংশ	উত্তরে-তারাপুর মৌজা দক্ষিণে-চারঘাট থানা পূর্বে-কান্দ্রা মৌজার ৭নং ওয়ার্ড পশ্চিমে-কান্দ্রা মৌজার ৫নং ওয়ার্ড

১	২	৩	৪	৫
(৭)	৭	মৌজা-কান্দ্রা, জে. এল নং ২৭ দাগ নং ৬৯৫৭ হইতে৭০০৭, ৭০৩৮ হইতে ৭০৪২, ৭০৬৬ হইতে ৭০৯৬, ৭১৯৪, ৭৫০১ হইতে ৭৬১৩, ৭৬২৩ হইতে ৭৯৭৯ নং দাগ পর্যন্ত।	(১) কান্দ্রা গুচ্ছগ্রাম ও কলোনী (২) কান্দ্রা ছালামের পাড়া (৩) খলিফা পাড়া (৪) কান্দ্রা চুনিয়া পাড়া (৫) কান্দ্রা ঝুলনপাড়ার উত্তরাংশ	উত্তরে-পুঠিয়া পৌরসভা দক্ষিণে-কান্দ্রা ৬নং ওয়ার্ড ও চারঘাট থানা পূর্বে-বারইপাড়া পশ্চিমে-কান্দ্রা ৬নং ওয়ার্ড
(৮)	৮	মৌজা-বারইপাড়া, জে. এল নং ৩২ আংশিক দাগ নং ১৫০১ হইতে ১৯৭৭, ১৯৮৪ হইতে ২০৩৬ এবং ২৫০১ হইতে ২৫০৫ নং দাগ পর্যন্ত।	বারইপাড়া মৌজার পশ্চিমাংশ	উত্তরে-পুঠিয়া পৌরসভা দক্ষিণে-চারঘাট থানা পূর্বে-বারইপাড়া মৌজার ৯নং ওয়ার্ড পশ্চিমে-কান্দ্রা
(৯)	৯	মৌজা-বারইপাড়া, জে. এল নং ৩২ আংশিক দাগ নং ১৯৭৮ হইতে ১৯৮৩, ২০৩৭ হইতে ২৩৫০, ২৫০৬ হইতে ৩৩২৭ নং দাগ পর্যন্ত।	বারইপাড়া মৌজার পূর্বাংশ	উত্তরে-পুঠিয়া পৌরসভা দক্ষিণে-চারঘাট থানা পূর্বে-জিলা ও থানা-নাটোর পশ্চিমে-বারইপাড়া মৌজার ৮নং ওয়ার্ড

পুনর্গঠিত পুঠিয়া ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং	সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সীমানা/চৌহদ্দি (উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমের শেষ প্রারম্ভিক রোড মহল্লা, খাল ইত্যাদির বর্ণনা)
(১)	১, ২, ও ৩	উত্তরে-ভাল্লুকগাছি ইউনিয়ন। দক্ষিণে-পুঠিয়া পৌরসভা ও রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক। পূর্বে-জিউপাড়া ইউনিয়ন (মৌজা জিউপাড়া ও হলহলিয়া)। পশ্চিমে-ভাল্লুকগাছি ও বানেশ্বর ইউনিয়ন।
(২)	৪, ৫ ও ৬	উত্তরে-রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক ও উত্তর তারাপুর। দক্ষিণে-বানেশ্বর ইউনিয়ন ও চারঘাট থানা। পূর্বে-পুঠিয়া পৌরসভা ৭নং ওয়ার্ড। পশ্চিমে-বানেশ্বর ইউনিয়ন ও চারঘাট থানা।
	৭, ৮ ও ৯	উত্তরে-পুঠিয়া পৌরসভা দক্ষিণে-চারঘাট থানা পূর্বে-জেলা ও থানা নাটোর পশ্চিমে-৬নং ওয়ার্ড (মৌজা কান্দ্রা)

নং ০৫.৪৩.৮১৮২.০০০.১০.০০৭.১২-৬৯১—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১২ ধারা এবং ১৩(৮) ধারা অনুযায়ী আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোঃ লুৎফর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুঠিয়া, রাজশাহী এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন ৬নং জিউপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পূনর্গঠিত সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সীমানা নিম্নোক্তভাবে পূনর্গঠন করলাম ঃ

তফসিল

পুনর্গঠিত জিউপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ আসনের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত মৌজার নাম ও জে, এল, নং পূর্ণ/ আংশিক উল্লেখ করতে হবে মৌজার ক্ষেত্রে দাগ নং সমূহ	সংশ্লিষ্ট মৌজার বিপরীতে সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত নাম/পাড়া/মহল্লার নাম (পূর্ণ/আংশিক উল্লেখ করতে হবে)	সাধারণ ওয়ার্ডের সীমানা চৌহদ্দী উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমের শেষ প্রান্তস্থিত রোড গলি, মহল্লা পাড়া ইত্যাদির বর্ণনা।
১	২	৩	৪	৫
(১)	১ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	বিলমাড়িয়া জে,এল, নং ১২০ পূর্ণ	বিলমাড়িয়া পূর্ণ সাবেক ১ নং ওয়ার্ড বহাল।	উত্তরে হাড়গাতি ও খামারমাড়িয়া দক্ষিণে মধুখালী পূর্বে জেলা ও থানা নাটোর পশ্চিমে উজালপুর বাসুবেদপুর ও ধোপাপাড়া
(২)	২ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	(১) উজালপুর জে,এল, নং ৬৪ আংশিক (২) সৈয়দপুর পূর্ণ নং ১২২ (৩) বারপাখিয়া পূর্ণ নং ১২৩ (৪) ধোপাপাড়া আংশিক নং ৩৯ (৫) মধুখালী আংশিক ১২৪	(১) উজালপুর আংশিক (২) ধোপাপাড়া আংশিক (৩) বারপাখিয়া পূর্ণ (৪) মধুখালী আংশিক (৫) সৈয়দপুর পূর্ণ	উত্তরে বিলমাড়িয়া ও বাসুদেবপুর দক্ষিণে মধুখালি পশ্চিমে উজালপুর ও ধোপাপাড়া পূর্বে জিলা ও থানা নাটোর এবং বিলমাড়িয়া।
(৩)	৩ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	মধুখালী জে,এল,নং ১২৪ আংশিক।	মধুখালী আংশিক সাবেক ৩নং ওয়ার্ড বহাল	উত্তরে সৈয়দপুর বারপাখিয়া ও ধোপাপাড়া দক্ষিণে গাওপাড়া ও জিউপাড়া পূর্বে জেলা ও থানা নাটোর পশ্চিমে নকুলবাড়িয়া ও জিউপাড়া

১	২	৩	৪	৫
(৪)	৪ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	(১) উজালপুর জে,এল, নং ৬৪ আংশিক (২) চকপলাশী জে.এল.নং-৬২ পূর্ণ (৩) দাসমাড়িয়া জে.এল.নং-৬৩ পূর্ণ (৪) বাসুদেবপুর পূর্ণ নং ১২১	(১) উজালপুর আংশিক (২) চকপলাশী পূর্ণ (৩) দাসমাড়িয়া পূর্ণ (৪) বাসুদেবপুর পূর্ণ সাবেক ২ নং ওয়ার্ড বহাল সাবেক ৪ নং ওয়ার্ড বহাল	উত্তরে আটভাগ ও পশ্চিমেভাগ দক্ষিণে ধোপাপাড়া ও সৈয়দপুর পূর্বে বিলমাড়িয়া পশ্চিমে সিংড়া ও নওপাড়া
(৫)	৫ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	(১) মৌজা ধোপাপাড়া জে,এল, নং ৩৯ আংশিক।	ধোপাপাড়া আংশিক সাবেক ৫নং ওয়ার্ড বহাল	উত্তরে দাসমাড়িয়া চকপলাশী ও উজালপুর। দক্ষিণে ধোপাপাড়া নকুলবাড়িয়া পূর্বে ধোপাপাড়া পূর্বাংশ ও ২নং ওয়ার্ড পশ্চিমে মোহনপুর
(৬)	৬ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	(১) মৌজা ধোপাপাড়া আংশিক জে,এল, নং ৩৯ আংশিক (২) নকুলবাড়িয়া, জে,এল, নং ১২৫ পূর্ণ।	(১) ধোপাপাড়া আংশিক (হিন্দু পাড়া, হাড়োখালি ও পূর্ব ধোপাপাড়া) (২) নকুলবাড়িয়া পূর্ণ সাবেক ৬নং ওয়ার্ড বহাল	উত্তরে ধোপাপাড়া দক্ষিণে জিউপাড়া পূর্বে মধুখালি পশ্চিমে গন্ডগোহালী
(৭)	৭ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	মৌজা জিউপাড়া, জে,এল, নং ১২৬ পূর্ণ।	জিউপাড়া পূর্ণ সাবেক ৭নং ওয়ার্ড বহাল	উত্তরে নকুলবাড়িয়া ও ধোপাপাড়া দক্ষিণে ঝলমালিয়া মৌজা পূর্ণ পূর্বে গাওপাড়া সেনভাগ ও মধুখালি পশ্চিমে কানাইপাড়া, গন্ডগোহালী, হলহলিয়া ও ধোপাপাড়া।
(৮)	৮ নবগঠিত	মৌজা হলহলিয়া জে,এল, নং ৩৬ পূর্ণ। (১) দাগ নং ০১ হইতে ৪২৩ নং পর্যন্ত পূর্ণ মৌজা। (২) মৌজা কানাইপাড়া, জে,এল, নং ৩৫, আংশিক দাগ নং ০১ হইতে ৪৭০, ৪৮৬ হইতে ৫১২ নং দাগ পর্যন্ত। (৩) মৌজা ঝলমালিয়া জে,এল, নং ১২৭ আংশিক দাগ নং ৮৪ হইতে ৯৬। ১২৬ হইতে ১৩০, ১৪৭ হইতে ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৫৬, ৮৫৮, ৮৬২ হইতে ১১৪৫, ১১৪৯, ১৩৫১, ১৩৫৯ হইতে ১৩৭০, ১৩৭২, ১৩৭৩, ১৩৭৭ হইতে ১৩৮০, ১৩৮৫ হইতে ১৩৮৮, ১৩৯০, ১৩৯২ ও ১৩৯৪।	(১) হলহলিয়া মৌজার পূর্ণ (২) কানাইপাড়া আংশিক (৩) ঝলমলিয়া মৌজা আংশিক পূর্বাংশ নবগঠিত ৮ নং ওয়ার্ড	উত্তরে গন্ডোগহালী ও জিউপাড়া মৌজা দক্ষিণে কানাইপাড়া মৌজার দক্ষিণাংশ ও পুঠিয়া পৌরসভা। পূর্বে গাওপাড়া সেনভাগ মৌজা ও জিউপাড়া পশ্চিমে পুঠিয়া পৌরসভা
(৯)	৯ সাবেক ওয়ার্ড বহাল	মৌজা গাওপাড়া সেনভাগ পূর্ণ জে, এল, নং ১২৮ পূর্ণ।	গাওপাড়া সেনভাগ সাবেক ৯নং ওয়ার্ড বহাল।	উত্তরে মধুখালি দক্ষিণে জেলা ও থানা নাটোর পূর্বে জেলা ও থানা নাটোর পশ্চিমে ঝলমলিয়া ও জিউপাড়া।

জিউপাড়া ইউনিয়ন পুনর্গঠিত সংরক্ষিত আসনের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং	সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সীমানা/চৌহদ্দী (উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমের শেষ প্রারম্ভিক রোড মহল্লাখানা সীমানার বর্ণনা।
(১)	১, ২ ও ৩	উত্তরে হাড়গাতি ও খামারমাড়িয়া। দক্ষিণে জিউপাড়া ও গাওপাড়া সাধারণ ওয়ার্ড ৭ ও ৯। পূর্বে জেলা ও থানা নাটোর। পশ্চিমে বাসুদেবপুর, উজালপুর, ধোপাপাড়া ও নকুলবাড়িয়া (ওয়ার্ড নং ৪, ৫ ও ৬)
(২)	৪, ৫ ও ৬	উত্তরে আটভাগ ও পশ্চিমভাগ দক্ষিণে গন্ডগোহালী ও জিউপাড়া পূর্বে বিলমাড়িয়া, সৈয়দপুর, ধোপাপাড়া পূর্বাংশ ও মধুখালি। পশ্চিমে সিংড়া, নওপাড়া ও মোহনপুর
(৩)	৭, ৮ ও ৯	উত্তরে নকুলবাড়িয়া ও মধুখালি। দক্ষিণে পুঠিয়া পৌরসভা ও নাটোর জেলা ও থানা। পূর্বে জেলা ও থানা নাটোর। পশ্চিমে গন্ডগোহালী ও পুঠিয়া পৌরসভা।

মোঃ লুৎফর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৭ জুন ২০১২

নং ২০৪৬/২০১২এসসি(এডি)—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শামছুল আলমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক জাতীয় বেতন স্কেল ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০ টাকায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভগের বেঞ্চ রীডারের অস্থায়ী শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হইল। এই নিয়োগ তাহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

এ, কে, এম, শামসুল ইসলাম
রেজিস্ট্রার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

(সংস্থাপন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/১১ জুন ২০১২

নং ০০.২৬৬.০১৯.০০.০৪.০০১.২০১২-৪৭৫—বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর গত ৭-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ০০.২৬৬.০১৯.০০.০৪.০০১.২০১০-৪৬২/১(৪৫) নং প্রজ্ঞাপনমূলে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল। উক্ত আদেশ আংশিক সংশোধনক্রমে বর্ণিত কর্মকর্তাকে নিম্নোক্তভাবে পদায়ন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও পরিচিতি নম্বর	নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়নকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মু. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ পরিচিতি নং ১৬৮৯১ শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনার	শেরপুর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হবিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় মৌলভীবাজার

২। জনস্বার্ধে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এন এম জিয়াউল আলম
কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ জুন ২০১২

নং ০৫.৪৪.০০১.০৪.০০.০০৪.২০১২-৫৩৫—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে এতদ্বারা বদলি/পদায়ন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর পদবী এবং নিজ ও স্পাউসের জেলা	যে প্রজ্ঞাপনমূলে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত	বর্তমান কর্মস্থল	বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ	বদলি/পদায়নকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব রাসেল মনজুর (১৫৭৬৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজ জেলা নড়াইল স্পাউসের জেলা জয়পুরহাট।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮-৬-২০১২ তারিখের ০৫.১৪১.০১৯.০০.০০.০০৫.২০১২-১০৪ নং প্রজ্ঞাপন।	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।	১৯-৬-২০১২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।

২। বদলি/পদায়নকৃত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর অধিক্ষেত্রের মধ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৯-৬-২০১২ তারিখ পূর্বাহ্নে যোগদান করেছেন এবং তাকে অদ্য ২০-৬-২০১২ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মসিউর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট

সিলেট বন বিভাগাধীন ২০১৩ইং সনে প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০১২

নং ৭২/প্রাকৃতিক বাঁশ অব ২০১৩—সিলেট বন বিভাগের প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল (তফসিল সংযুক্ত) ২০১৩ইং সনে দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা/বিক্রয়ের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদারগণের নিকট হইতে মুখবন্ধ খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্র আগামী ১২-০২-২০১৩ ইং তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা; বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট এবং জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এর কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। দরপত্র আগামী ১৩-০২-২০১৩ ইং তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় সহকারী বন সংরক্ষক, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এর কার্যালয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির উপস্থিতিতে খোলা হইবে। ইচ্ছা করিলে দরপত্রদাতাগণ ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

শর্তাবলী

১। প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার হইতে হইবে এবং তাহার মহালদারী তালিকাভুক্তি হালনাগাদ নবায়ন থাকিতে হইবে। সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার ব্যতীত কেহ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ তালিকাভুক্তির সত্যায়িত আলোকছাপ এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাটের সত্যায়িত আলোকছাপ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

২। দরপত্র দাতাকে দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ৩% (শতকরা তিন ভাগ) বায়নার টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D.F.O. Sylhet) যে কোন তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট্/পে-অর্ডার মূলে জমা দিয়া গৃহীত মুল ব্যাংক ডাফট্/পে–অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ছাড়া কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না। দরপত্র দাতা মহাল ক্রয়ে অকৃতকার্য হইলে তাহার বায়নার টাকা যথাসময়ে ফেরৎ প্রদান করা হইবে। কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা তাহার ইচ্ছানুসারে মহালের জামানত হিসাবে সমন্বয় করা যাইতে পারে।

৩। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত মহালদারকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে তফসিলে বর্ণিত বাঁশ মহাল সরজমিনে পরিদর্শন করিয়া মহালে প্রজাতিভিত্তিক প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা/গুণগতমান যাচাই করিতে হইবে। বাঁশ মহাল পূর্বে না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর প্রজাতিভিত্তিক বাঁশের সংখ্যা কম আছে বা ইহার গুণগতমান সম্পর্কে দরপত্র দাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্ধারিত ছকপত্রে অবশ্যই দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত ছকপত্র (সিডিউল) বিভাগীয় বন কার্যালয়, চাঁদনীঘাট, সিলেট; বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা; ও জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এর কার্যালয় হইতে নগদ ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা (অফেরৎযোগ্য) প্রদানপূর্বক ১১-০২-২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করা যাইবে। দরপত্রের ছকপত্র (সিডিউল) ক্রয়ের সময় মহালদারী হালনাগাদ তালিকাভুক্তি এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাট সনদপত্র প্রর্দশন করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা হইবে না। দরপত্র দাতাকে সিডিউল ক্রয়ের রশিদ দরপত্রের সাথে গাঁথিয়া জমা দিতে হইবে।

৫। প্রতিটি বাঁশ মহালের জন্য আলাদা আলাদা দরপত্র (সিডিউল) ক্রয় করিতে হইবে এবং আলাদাভাবে মহালের নাম উল্লেখ্য পূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৬। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত মহালের প্রাক্কলিত সংখ্যক বাঁশ বিক্রয় করা হইবে। কোন অবস্থায়ই প্রাক্কলিত সংখ্যার অতিরিক্ত বাঁশ কাটা বা আহরণ করা যাইবে না। পক্ষান্তরে দরপত্র দাতা মহাল হইতে বর্ণিত সংখ্যক বাঁশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইলে, অনাহরিত বাঁশের উপর দরপত্র দাতার কোন দাবী থাকিবে না এবং ঐ কারণে তিনি কোনরূপ মূল্য রেয়াত বা ফেরৎ দাবী করিতে পারিবেন না।

৭। যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ৩(তিন) দিনের মধ্যে গৃহিত মূল্যের শতকরা ১৫% হারে জামানত বাবদ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে তফসিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফ্ট/পাসবহি এর মাধ্যমে জমা দিয়া উহা অত্র দপ্তরে জমা প্রদান করতঃ নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে জামানতের টাকা বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। মুদ্রিত চুক্তিনামা পত্রের নমুনা বিভাগীয় বন কার্যালয়, সিলেট ও সিলেট বন বিভাগের যে কোন রেঞ্জ অফিস হইতে দেখিতে পারা যাইবে। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামা পত্র সম্পাদনের পর সফল দরপত্র দাতার বায়নার টাকা অবমুক্ত করা যাইবে। জামানতের টাকা কোন অবস্থাতেই কোন কিস্তির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

৮। ৭নং শর্তে বর্ণিত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিনামা পত্র সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা (Earnest money) সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তাহা ছাড়াও বন বিভাগের তালিকাভুক্তি বাতিলক্রমে তাহাকে কালো তালিকাভুক্তি (Black Listed) করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে মহালটি বিক্রয় করিলে, কম মুল্যে বিক্রয় জনিত কারণে সরকারের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহা "সরকারী পাওনা" হিসাবে আদায়ের জন্য ১ম বার সফল দরপত্র দাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দরপত্র দাতার অন্য কোন মহালের জামানত কিংবা অন্য কোন প্রকার অর্থ বন বিভাগের নিকট পাওনা/জমা থাকিলে, তাহা হইতে সরকারের পাওনা অর্থ কর্তনক্রমে আদায় করা যাইবে।

৯। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ১৩ নং শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতঃ কার্যাদেশ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে দরপত্র দাতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বাতিল করা হইবে।

১০। সফল দরপত্র দাতা চুক্তিপত্রের বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত লংঘন/ভঙ্গ করিলে তাহার জামানতের টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত এবং তাহার দরপত্র বাতিল করিয়া মহালটি পুনরায় বিক্রয় করা হইবে। পুনঃ বিক্রয়ে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে, তাহা প্রথমবার দাখিলকৃত সফল দরপত্র দাতার নিকট হইতে বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১১। দরপত্র দাতাকে যথেষ্ট স্থাবর/সম্পত্তির মালিক অথবা প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার ব্যাংক লেনদেনের বিগত এক বছরের হালনাগাদ বিবরণী দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১২। যাহাদের নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোন বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মুলতবী রহিয়াছে অথবা যাহারা বন আইনে অপরাধী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

১৩। মহালের বিক্রয় মূল্যের টাকা নিম্নবর্ণিত হারে ও সময়ে পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক দফায় বর্ণিত হারে বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারা যাইবে।

(ক) একলক্ষ টাকা বা তার কম মূল্যে বিক্রিত মহাল ঃ

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ১০০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে	১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতীত) ৩ (তিন) মাস।

(খ) একলক্ষ টাকার উর্দ্ধ হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিক্রিত মহাল ঃ

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৫০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে	৪০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতীত) ৬ (ছয়) মাস
২য় কিস্তি ৫০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৪(চার) মাসের মধ্যে	১০০%	

(গ) ৫ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে বিক্রিত মহাল ঃ

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতীত) ১০ (দশ) মাস
২য় কিস্তি ৩০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৬০%	
৩য় কিস্তি ২০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৮ (আট) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৮০%	
৪র্থ কিস্তি ১০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৯ (নয়) মাসের মধ্যে	সর্বমোট ১০০%	

মহালক্রেতাকে মহালের কার্যাদেশ পত্রে কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অবহিত করা হইবে। ইহা ছাড়া অনিবার্য কারণ বশতঃ কিস্তির টাকা পরিশোধের তারিখ পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উহা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৪। ১৩নং শর্তে বর্ণিত হারে ও সময়ে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং অন্যান্য কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করিলে মহালের কাজ বন্ধ করার অর্থাৎ বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন বন্ধের এখতিয়ার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে ও এইরূপ কাজ বন্ধ করার জন্য ক্রেতা মহালের বাকী টাকা পরিশোধ হইতে রেহাই পাইবেন না। এই জন্য ক্রেতার কোন ক্ষতি হইলে, তজ্জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

১৫। নির্ধারিত সময়ে মহালক্রেতা কিস্তির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রতিদিনের জন্য পাওনা টাকার উপর ১% জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন এবং জরিমানা ধার্য করা হইলে, মহাল ক্রেতা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৬। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাঁশ মহাল ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব ঘটিলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না বা মহালের কার্যাদেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বায়নার টাকা ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না।

১৭। ১৬ জুন হইতে ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত বাঁশের প্রজন্ম বৃদ্ধি জনিত কারণে বাঁশ কাটার বন্ধ মৌসুম (Closed Season) হিসাবে নির্ধারিত। এই বন্ধ মৌসুমে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে সর্ব প্রকার কর্মতৎপরতা বন্ধ থাকিবে।

১৮। বন্ধকালীন সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই মহালক্রেতাকে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরসহ সকল কাটা বাঁশ মহাল হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইবে। ১৬ জুন তারিখে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কাটা বাঁশ থাকিলে, তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং বন্ধকালীন সময়ে বাঁশ কর্তন বা অন্য যে কোন কার্যক্রমের ফলে বাঁশের প্রজননে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে এবং কচি বা ডগা বাঁশ নষ্ট হওয়ার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি বাঁশের জন্য ২৫/- (পঁচিশ) টাকা হারে ধার্যকৃত জরিমানা মহাল ক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন। তাহাছাড়া, বন্ধকালীন সময়ে মহালের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ বাঁশ কর্তিত অবস্থায় পাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ বাঁশ মহালের বিক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে। ইহা মহালক্রেতা কখনই দাবী করিতে পারিবেন না।

১৯। বাঁশ মহালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর মহালের অভ্যন্তরে অকর্তিত যে বাঁশ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার ইচ্ছামত এই বাঁশ বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারের রাজস্ব হিসাবে গণ্য হইবে। তবে মহালের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধিত কর্তিত অনাহরিত কোন বাঁশ মহালের ভিতর থাকিলে, প্রতিটি বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ৩/- (তিন) টাকা ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে শুধুমাত্র কর্তিত বাঁশ পরিবহনের জন্য সাময়িক সময় প্রদান করা যাইতে পারে।

২০। বাঁশ মহালের সমুদয় বাঁশ কার্যাদেশ পত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তন, আহরণ ও পরিবহন কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। মহালক্রেতা মহাল হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম সংখ্যক বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের অজুহাতে পরবর্তীতে সময় বর্ধিত করণের জন্য মহালক্রেতার কোন আবেদন/নিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২১। মহালক্রেতা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে উল্লেখিত প্রজাতি/সংখ্যার অতিরিক্ত কোন বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারিবেন না। এইরূপ কোন বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করা প্রমাণিত হইলে, উহা বন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং প্রচলিত বন অপরাধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২২। তফসিলে বর্ণিত ২০১৩ইং সনে বিক্রিতব্য/বিক্রয়যোগ্য বাঁশ মহাল হইতে যে কোন বাঁশ মহাল বাদ দেওয়া বা অনুমোদিত অন্য যে কোন বাঁশ মহাল অর্ন্তভুক্ত করা বা না করা এবং বিক্রিত কোন বাঁশ মহাল সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশের পূর্বে বাদ দেওয়া সম্পূর্ণ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন।

২৩। বিক্রিত বাঁশ মহাল হইতে সিডিউল রেইটে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য (হোম কনজামশন) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পারমিট ইস্যু করিতে পারিবেন, যাহা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৪। বিক্রিত মহালের কচি বা ডগা বাঁশ কাটা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু প্রতি ঝাড়ে (Clump) ডগা বাঁশের সাথে ৪(চার) টি পাঁকা বাঁশ অবশ্যই রাখিতে হইবে। প্রতি ঝাড়ে ৪ (চার) টি পাকা বাঁশ না থাকিলে, প্রতিটি কাটা বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা ধার্যকৃত জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৫। পাকা বাঁশ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কাটিতে হইবে। পাকা বাঁশ কাটিবার সময় যাহাতে ডগা বা কচি বাঁশ নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি মহালক্রেতাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং বাঁশ আহরণের সময় যদি কোন কচি বা ডগা বাঁশ অথবা পাকা বাঁশ নষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রতি বিনষ্ট বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা হিসাবে ধার্যকৃত জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৬। প্রাকৃতিক ভাবে বাঁশ মহালে পুষ্পায়নের পর ফুল ও ফল আসিলে তাৎক্ষণিক বাঁশ মহালের কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যাইবে।

২৭। মহালের মেয়াদকালীন সময়ে প্রাকৃতিক ভাবে পুষ্পায়নের ফলে মহালের বাঁশ মারা গেলে বকেয়া রাজস্ব মওকুফ করার বিষয়টি বিবেচনা করা বা না করা যথাযথ কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে। তবে মহালক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত কোন রাজস্ব তিনি আর ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না এবং ঐ পরিমাণ বাঁশও তিনি কখনই কর্তন/আহরণ/পরিবহনের সুযোগ পাইবেন না।

২৮। কোন ক্রমেই মাটি হইতে ১-০´´ ফুটের বেশী উঁচুতে বাঁশ কাটা যাইবে না। ১-০´´ ফুটের উপরে বাঁশ কাটিলে এবং এইরূপ কাটা প্রমাণিত হইলে, প্রতিটি বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত ৩/- (তিন) টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে মহালক্রেতা বাধ্য থাকিবেন।

২৯। মহালক্রেতা মহালের বাহিরে বাঁশ বা অন্য কোন বনজদ্রব্য কাটিলে ক্রেতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করাসহ মহাল ক্রয় বাতিল করা হইবে। ইহা ছাড়া মহালের পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের কোন বনজদ্রব্য চুরি হইলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা দায়ী থাকিবেন এবং ইহাতে সরকারের যে ক্ষতি হইবে, ক্রেতা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় ৭নং শর্তে বর্ণিত ক্রেতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। মহাল এলাকার সীমানা হইতে চতুর্দিকে ১ মাইল পর্যন্ত এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে। তবে চুরির সংবাদ তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে নিকটবর্তী ফরেস্ট অফিসে জানাইলে এবং অপরাধীকে ধরিতে সাহায্য করিলে উক্ত দায় হইতে ক্রেতাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

৩০। বাঁশ মহালের কর্তিত বাঁশ ডিপোজাত করনের জন্য মহালক্রেতাকে ডিপো স্থাপনের ভূমির ম্যাপ, পর্চা সহ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং সহকারী বন সংরক্ষক এর সুপারিশ সহকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। অনুমোদিত ডিপো ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কর্তনকৃত বাঁশ মজুদ করা যাইবে না।

৩১। বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে/ভিতরে কর্তনকৃত কোন বাঁশ রাখা যাইবে না। যেদিন যে সংখ্যক বাঁশ কর্তন করা হইবে, সেই দিনই সেই সংখ্যক কর্তনকৃত বাঁশ সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম-৬ মূলে ডিপোতে স্থানান্তর করিতে হইবে।

৩২। বাঁশ মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপোতে বাঁশ মজুদের পূর্বে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কর্তনকৃত বাঁশ কোন অবস্থাতেই খন্ডন করা যাইবে না। ডিপোতে মজুদকৃত বাঁশ প্রয়োজনে খন্ডনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় উহার কোন প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে, প্রতিটি খন্ডনকৃত বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ২৫ (পঁচিশ) টাকা হারে জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, মহালক্রেতা উহা দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এই সংখ্যক বাঁশ তাহার ক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে।

৩৩। বাঁশ মহাল/বনাঞ্চল হইতে বাঁশ বাহির করিয়া ডিপোতে নেওয়ার সময় বাঁশের প্রত্যেক চালান সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দ্বারা সরজমিনে অবশ্যই চেক করাইতে হইবে। বিট অফিসার বাঁশের চালান চেক করার পর দেওয়া সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরমের অপর পৃষ্ঠায় চেক করা বাঁশের সংখ্যা লিখিয়া তারিখসহ নামীয় সীল ও সই করিবেন। ডিপো হইতে অন্যত্র স্থানান্তরের সময় রীতিমত ট্রানজিট পাশ নিতে হইবে। উক্ত ট্রানজিট পাশ প্রত্যেক চেক স্টেশনে চেক করাইতে হইবে।

৩৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সরকারী প্রয়োজনে দশভাগ বাঁশ (১০%) সরকারী সিডিউল রেইটে এবং ১০% (দশ) ভাগের উর্দ্ধে যে কোন পরিমাণ বাঁশ সরকারী প্রয়োজনে স্থানীয় রেঞ্জ অফিসার কর্তৃক যাচাইকৃত স্থানীয় বাজার দরে হুকুম দখল করিতে পারিবেন।

৩৫। মহালক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত মহালের ভিতর কোন প্রকার রাস্তা তৈরী করিতে পারিবেন না।

৩৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেটের অনুমতি ব্যতীত অবিক্রিত বাঁশ মহালের (Closed Coupe/Mohal) ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছড়া বা নালা দিয়া বাঁশ বাহির করা যাইবে না।

৩৭। যে সকল বাঁশ মহালের নাম ছড়ার নাম অনুসারে দেওয়া হইয়াছে, ঐ সকল মহালের বাঁশ শুধুমাত্র মহালের নাম দেওয়া ছড়া দিয়া বাহির করিতে পারিবেন। মহালক্রেতা অন্য ছড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৩৮। মহালের মেয়াদ এর মধ্যে মহালে কোন প্রকার অগ্নি সংযোগ হইলে মহালদার তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহাতে সরকারের কোন প্রকার ক্ষতি হইলে, মহালক্রেতা ইহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৯। চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখ হইতে মহালক্রেতা নিজ ক্রয়কৃত মহালের বাঁশ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। কোন দৈব দূর্বিপাকে বা অভ্যন্তরীণ বা সীমান্ত গোলযোগে মহালক্রেতার কোন ক্ষতি হইলে সরকার তজ্জন্য দায়ী হইবে না। এই সমস্ত কারণে ক্রেতা কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না, করিলেও উহা আইনগত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪০। মহালের বকেয়া কিস্তির টাকা পাওনা থাকিলে অথবা চুক্তি বাতিল ও পুনঃবিক্রিজনিত কারণে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে, এইসব পাওনা বা ক্ষতি বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা জারীর মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

৪১। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত সকল মহাল বা যে কোন মহাল বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে/কারণে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বিক্রয় নাও করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও কোন ওজর আপত্তি চলিবে না।

৪২। মহাল ক্রেতা কেবলমাত্র হান্ডর তৈরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহাল এলাকা হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডি-শ্রেণীর গাছ (ঘনফুট)/বল্লী (দৈর্ঘফুট) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিতভাবে অনুমতি গ্রহণকরতঃ প্রতি ঘনফুট/দৈর্ঘফুট রাজস্ব মূল্যের তিনগুণ হারে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৪৩। মহালের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মহালদারকে মহালের অভ্যন্তরে নির্মিত হান্ডর ভাঙ্গিয়া নিতে হইবে। যথাসময়ে মহালদার হান্ডর ভাঙ্গিয়া না নিলে, নির্ধারিত সময়ের পরে বিনা নোটিশে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত হান্ডর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন এবং এই হান্ডর ভাঙ্গার কাজে ব্যয়িত অর্থ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, মহালদারের জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

৪৪। মহাল ক্রেতা সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মহালের ক্রয় মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৫% হারে উৎসে আয়কর ও ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর এককালীন ১ম কিস্তির সাথে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৫। ৪৪নং শর্তে বর্ণিত আয়কর ও ভ্যাট এর হার মহালের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পরিবর্তন/পরিবর্ধন হইলে যে হার নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন কর যে হারে নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৬। সর্বোচ্চ বা যে কোন দর/দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির/কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। ইহার জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/কর্তৃপক্ষ কাহারো নিকট কোন প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৪৭। ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উপরে দরপত্র গ্রহণ করা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে।।

৪৮। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে যদি কোন মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন প্রকার করণিক ভুলত্রুটি যে কোন সময় লক্ষ্য করা যায় বা ধরা পড়ে, তবে ঐ সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৪৯। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্ত বা শর্তাংশ প্রয়োজনে যে কোন সময় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংরক্ষণ করেন।

৫০। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্তাবলী পুংখানুপুংখরূপে অবগত হইয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে এতদ্‌বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫১। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত যে কোন বাঁশ মহাল ধার্যকৃত তারিখে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের জন্য কোন দরপত্র পাওয়া না গেলে, উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহবান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করতঃ দরপত্র আহবান করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৫২। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ৫টি বাঁশ মহালের মধ্যে ক্রমিক নং ৪ ও ৫ যথাক্রমে-চম্পারায়ছড়া ও সুরমাছড়া বাঁশ মহালের বিপরীতে মহামান্য আদালতে মামলা চালু থাকায় উহা এই বিজ্ঞপ্তিতে বিক্রয় করা যাইবে না। তবে মহামান্য আদালত কর্তৃক উক্ত মামলা নিষ্পত্তি হওয়া সাপেক্ষে (যদি উহার রায় অনুকূলে যায়) অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির অনুমোদিত শর্তেই শুধুমাত্র পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে পরবর্তীতে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৫৩। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা সংশ্লিষ্ট মহাল বিক্রয় ও বিক্রয় উত্তর পরিস্থিতিতে উত্থাপিত কোন প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইবে।

৫৪। ইহা বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা'২০১১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

দরপত্রের শর্তাবলী অনুমোদন করা হইল।

মোঃ শফিউল আলম চৌধুরী
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

মোঃ আবুল বাশার মিয়া
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট।

তফসিল

সিলেট বন বিভাগের ২০১৩ ইং সনের বিক্রয়যোগ্য প্রাকৃতিক বাঁশ মহালের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	রেঞ্জের নাম	ফেলিং সিরিজ/ বিটের নাম	কূপ/মহালের নাম	মহাল নং ও সন	এলাকা/মহালের আয়তন (একর)	বাঁশের প্রজাতি	প্রজাতি ভিত্তিক বাঁশের সংখ্যা	প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের সীমানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(১)	রাজকান্দি রেঞ্জ	আদমপুর বিট	লেওয়াছড়া (১-২) বাঁশ মহাল	রাজ/০১/লেওয়াছড়া/ বাঁশ-২০১৩	৩৯৭৫.০০	১। মুলী বাঁশ ২। টেংরা মুলী বাঁশ ৩। মৃতিঙ্গা বাঁশ ৪। রুপাই বাঁশ ৫। ডলু বাঁশ মোট-	৩,৮৫,৫৭৫ টি ৪,৮০,৯৭৫ টি ৩,৪৯,৮০০ টি ২,১৮,৬২৫ টি ১,৬৬,৯৫০ টি **১৬,০১,৯২৫ টি**	১৬,০১,৯২৫ টি	পূর্বে ঃ ভারত সীমান্ত। পশ্চিমে ঃ সৃজিত ও প্রাকৃতিক বন। উত্তরে ঃ কামারছড়া বিটের বাঁশ মহাল দক্ষিণে ঃ ডালুয়াছড়া বাঁশ মহাল।	
(২)	জুরী রেঞ্জ-১	সাগরনাল বিট	সাগরনাল বাঁশ মহাল	জুরী-১/০১/সাগরনাল /বাঁশ-২০১৩	৩২৭৯.০০	১। মাকাল বাঁশ ২। খাং বাঁশ ৩। মুলী বাঁশ ৪। টেংরা মুলী মোট-	২০,৫৯,৮০০ টি ৩,৯৭,৮০০ টি ১৮,৮৮,৮০০ টি ৭,৩৩,৮০০ টি **৫০,৮০,২০০ টি**	৫০,৮০,২০০ টি	পূর্বে ঃ হারারগজ রিজার্ভ ফরেষ্ট। পশ্চিমে ঃ গাজীপুর ও মনছড়া বিটের সীমানা। উত্তরে ঃ পুটিছড়া বিটের সীমানা। দক্ষিণে ঃ রাগনা ও নলডুরী বিটের সীমানা।	
(৩)	জুরী রেঞ্জ-১	পুটিছড়া বিট	পূর্বগোগালী বাঁশ মহাল	জুরী-১/০২/পূর্ব গোগালী/বাঁশ-২০১৩	১৯০.০০	১। টেংরা মুলী ২। মুলী বাঁশ ৩। খাং বাঁশ ৪। মাকাল বাঁশ মোট-	৬,৬৫০ টি ২,৮৫০ টি ১,৯০০ টি ৯৫০ টি **১২,৩৫০ টি**	১২,৩৫০ টি	উত্তরে ঃ প্রাকৃতিক বনভূমি। দক্ষিণে ঃ মেরিন চা বাগান। পূর্বে ঃ পশ্চিম গোগালী ব্লক। পশ্চিমে ঃ মেরিন চা বাগান।	
(৪)	রাজকান্দি রেঞ্জ	কুরমা বিট	চম্পরায়ছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০২/চম্পরায়ছড়া/ বাঁশ-২০১৩	২১৭৬.০০	১। মৃতিঙ্গা বাঁশ ২। ডলু বাঁশ ৩। রুপাই বাঁশ ৪। টেংরা মুলী বাঁশ মোট-	৮,৭৮,৪৭৫ টি ১,৬৫,৩৬০ টি ৩,৪১,০৫৫ টি ৫১,৬৭৫ টি **১৪,৩৬,৫৬৫ টি**	১৪,৩৬,৫৬৫ টি	পূর্বে ঃ ভারত। পশ্চিমে ঃ ২০০৯-১০ সনের সৃজিত বাগান ও সোনারায়ছড়া বাঁশ মহালের একাংশ। উত্তরে ঃ কুরমারছড়া বাঁশ মহাল দক্ষিণে ঃ ভারত ও সোনারায়ছড়া বাঁশ মহাল।	অত্র তফসিলের ক্রমিক নং-(৪) ও (৫) নং বাঁশ মহালের বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা থাকায় অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির (৫২)নং শর্তানুযায়ী পরবর্তীতে উহা বিক্রয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।
(৫)	জুরী রেঞ্জ-১	লাঠিটিলা বিট	সুরমাছড়া বাঁশ মহাল	জুরী-১/০৩/ সুরমাছড়া/বাঁশ-২০১৩	২৮১৮.৩৯	১। খাং বাঁশ ২। মুলী বাঁশ ৩। ডলু বাঁশ মোট-	২০,৭৪,৮৭৫ টি ১,৮৫,৬২৫ টি ৭২,০৫০ টি **২৩,৩২,৫৫০ টি**	২৩,৩২,৫৫০ টি	উত্তরে ঃ মাধবছড়া বিট। দক্ষিণে ঃ বিভিন্ন সনে সৃজিত বন বাগান। পূর্বে ঃ ভারতের আসাম রাজ্য। পশ্চিমে ঃ সমনবাগ বন বিটের সীমানা।	